কমিউনিটি অপারেশনস্ ম্যানুয়াল (কম)

প্রথম খন্ড

বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

Office of the Project Director
Dhaka-1207
SUFAL Project, Ban Bhaban, Agargaon

কমিউনিটি অপারেশনস্ ম্যানুয়াল (কম)

প্রথম খন্ড

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান, বনের নিরাপত্তা এবং বন সংরক্ষণসহ
টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা

টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প

বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

২০২১

Office of the Project Director
Dhaka-1207
SUFAL Project, Ban Bhaban, Agargaon

শব্দ সংক্ষেপ

ADP	:	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
APP	:	বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
AIGA	:	বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম
APD	:	সহকারী প্রকল্প পরিচালক
ANR	:	প্রাকৃতিক পুনর্জন্ম সহায়তাপ্রাপ্ত
ACF	:	সহকারী বন সংরক্ষক
BFD	:	বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর
BO	:	বিট কর্মকর্তা
BFRI	:	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
CCF	:	প্রধান বন সংরক্ষক
CFMC	:	সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি
CFMCC	:	সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি
CMC	:	সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি
DFO	:	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
DPD	:	উপ-প্রকল্প পরিচালক
ESMF	:	পরিবেশগত ও সামাজিক উন্নয়ন কাঠামো
FAC	:	অর্থ ও হিসাব কমিটি
FDC	:	বন নির্ভর জনগোষ্ঠী
FPCC	:	বন নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ কমিটি
FCV	:	বন সংরক্ষণ গ্রাম
IPAC	:	সমন্বিত রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা
MoEFCC	:	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
NGO	:	বেসরকারি সংস্থা
NTFP	:	অকাষ্ঠল বনজদ্রব্য
PA	:	রক্ষিত এলাকা
PMU	:	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট
PD	:	প্রকল্প পরিচালক
PSC	:	প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি
PIC	:	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
PC	:	ক্রয় কমিটি
RO	:	রেঞ্জ কর্মকর্তা
SAC	:	সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি
SECDF	:	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন কাঠামো
SFNTC	:	সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
SKWC	:	শেখ কামাল বন্যপ্রাণী কেন্দ্র
SSP	:	স্থান ভিত্তিক পরিকল্পনা
SUFAL	:	টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প
TOF	:	বন বহির্ভূত বৃক্ষরাজি
UP	:	ইউনিয়ন পরিষদ
UNO	:	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
VCSC	:	গ্রামীণ ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি
RIMS	:	সম্পদের তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
WB	:	বিশ্ব ব্যাংক
WCCU	:	বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট

সূচিপত্র

১.০ প্রকল্প পরিচিতি .... পৃঃ ১

১.১ জনগণের ধারণা .... পৃঃ ২

১.২ জনগণের অর্জন কি .... পৃঃ ২

১.৩ কেন এই 'কম' .... পৃঃ ৩

১.৪ কার জন্য এই 'কম' .... পৃঃ ৮

১.৫ এই 'কম' এ কি আছে .... পৃঃ ৮

১.৬ কিভাবে এই কম ব্যবহার করা হবে .... পৃঃ ৮

১.৭ জনগণ কিভাবে এই 'কম' ব্যবহার করবে .... পৃঃ ৯

২.০ সুফল প্রকল্প ও প্রকল্পের লক্ষ্য .... পৃঃ ১০

২.১ সুফল প্রকল্প পরিচিতি .... পৃঃ ১০

২.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য .... পৃঃ ১১

২.৩ প্রকল্প কম্পোনেন্টসমূহ .... পৃঃ ১২

২.৪ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা .... পৃঃ ১২

৩.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাঠামো .... পৃঃ ১৫

৩.১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো .... পৃঃ ১৫

৩.২ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি বা পিএসসি .... পৃঃ ১৬

৩.৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি বা পিআইসি .... পৃঃ ১৬

৩.৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট বা পিএমইউ .... পৃঃ ১৬

৩.৫ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য .... পৃঃ ১৭

৩.৬ বন বিভাগীয় পর্যায়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা .... পৃঃ ১৭

৩.৭ সার্কেল ও হেডকোয়ার্টার .... পৃঃ ১৭

৪.০ বাংলাদেশ বন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ .... পৃঃ ১৮

৪.১ সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিকরণ .... পৃঃ ১৮

৪.২ ফলিত গবেষণা কার্যক্রম .... পৃঃ ১৮

৪.৩ ইনোভেশন উইন্ডো বা উদ্ভাবনী গবেষণা বিষয়ে অনুদান প্রদান .... পৃঃ ১৮

৪.৪ প্রশিক্ষণ .... পৃঃ ১৯

৪.৫ তথ্য ব্যবস্থাপনা ও ফরেস্ট ইনভেন্টরী শক্তিশালীকরণ .... পৃঃ ১৯

৪.৬ যোগাযোগ ও আউটরিচ কার্যক্রম .... পৃঃ ১৯

৫.০ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ .... পৃঃ ২০

৫.১ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনায় গ্রাম পর্যায়ের সংগঠনসমূহ .... পৃঃ ২০

৫.১.১ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি) গঠন .... পৃঃ ২১

৫.১.২ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার অধীনে উপ-কমিটিসমূহ .... পৃঃ ২১
৫.২ বিট পর্যায়ের সংগঠন .... পৃঃ ২২
৫.২.১ সহযোগিতামূলক বন-ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি গঠন .... পৃঃ ২২
৫.৩ এনজিও নিযুক্তি এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য .... পৃঃ ২২
৫.৪ সুরক্ষা নীতিমালা .... পৃঃ ২৩
৫.৫ অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল .... পৃঃ ২৩
৫.৬ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার স্থায়িত্ব .... পৃঃ ২৪
৬.০ বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প আয়বর্ধক কাজসমূহ .... পৃঃ ২৫
৬.১ বন নির্ভর জনগোষ্ঠী ও জীবিকা .... পৃঃ ২৫
৬.২ বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সংগঠিতকরণ .... পৃঃ ২৫
৬.৩ সুফল প্রকল্পের আওতায় বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমে সহায়তা প্রক্রিয়া .... পৃঃ ২৫
৬.৪ বিকল্প আয়বর্ধক কাজের জন্য ঋণ গ্রহীতা নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য .... পৃঃ ২৬
৬.৫ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন আয়বর্ধকক কাজের সুযোগসমূহ .... পৃঃ ২৬
৭.০ প্রকল্পের আওতায় বন সংরক্ষণ ও বন পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিভিন্ন কৌশল .... পৃঃ ৩২
৭.১ স্থানভিত্তিক পরিকল্পনা (এসএসপি) .... পৃঃ ৩২
৭.২ এসএসপি এর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্ব .... পৃঃ ৩৪
৭.৩ পাহাড়ি বন .... পৃঃ ৩৪
৭.৩.১ এসিস্টেড ন্যাচারাল রিজেনারেশন (এএনআর) .... পৃঃ ৩৪
৭.৩.২ স্থানীয় প্রজাতি দিয়ে স্ট্যান্ড ইমপ্রুভমেন্ট .... পৃঃ ৩৫
৭.৩.৩ 'এনরিচমেন্ট' বাগান .... পৃঃ ৩৫
৭.৩.৪ পুনঃবনায়ন .... পৃঃ ৩৫
৭.৩.৫ ঔষধি বৃক্ষের বাগান সৃজন .... পৃঃ ৩৬
৭.৩.৬ বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির বাগান .... পৃঃ ৩৬
৭.৩.৭ কম্পোষ্ট প্রয়োগ করে সেগুন কপিচ ব্যবস্থাপনা .... পৃঃ ৩৮
৭.৩.৮ আবাসস্থল উন্নয়ন এবং রক্ষিত এলাকা এবং বন্যপ্রাণী করিডোর (হাতি চলাচলের পথ) উন্নয়ন .... পৃঃ ৩৮
৭.৪ সমতল ভূমির শালবন পুনরুদ্ধার .... পৃঃ ৩৮
৭.৪.১ শাল, গর্জন এবং শালের সমগোত্রীয় বাগানে 'এনরিচমেন্ট' বাগান সৃজন .... পৃঃ ৩৮
৭.৪.২ সারিতে রোপণ ও নার্স ক্রপ দিয়ে ষ্ট্যান্ড ইমপ্রুভমেন্ট .... পৃঃ ৩৮
৭.৪.৩ বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির বাগান সৃজন .... পৃঃ ৩৮
৭.৪.৪ কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করে শাল কপিচ ব্যবস্থাপনা .... পৃঃ ৩৯
৭.৫ উপকূলীয় বনায়ন .... পৃঃ ৩৯
৭.৫.১ ম্যানগ্রোভ বাগান .... পৃঃ৩৯
৭.৫.২ এনরিচমেন্ট বাগান (ম্যানগ্রোভ বাগান) .... পৃঃ ৩৯
৭.৫.৩ মাউন্ড প্ল্যান্টেশন .... পৃঃ ৪০
৭.৫.৪ গোলপাতা বনায়ন .... পৃঃ ৪০

৭.৬ বনের বাইরে বনায়ন কার্যক্রম (Tree Outside Forest (TOF) .... পৃ: ৪১
৭.৬.১ চারা বিতরণ .... পৃ: ৪১
৭.৬.২ বীজ সনাক্তকরণ .... পৃ: ৪১
৭.৬.৩ নার্সারি কৌশল উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ সেবা .... পৃ: ৪১
৭.৬.৪ স্ট্রিপ বাগান .... পৃ: ৪১
৭.৬.৫ মডেল উপজেলা .... পৃ: ৪১
৭.৬.৬ টিওএফ এলাকায় মার্কেট ইনটেলিজেন্স উন্নয়ন .... পৃ: ৪২
৭.৭ বিকল্প আয়কে প্রাধান্য দিয়ে পাহাড়ি বন ও সমতল ভূমির শাল বনে বাগান সৃজন .... পৃ: ৪২
৭.৭.১ বাঁশ বাগান সৃজন .... পৃ: ৪২
৭.৭.২ মূর্তা বাগান সৃজন .... পৃ: ৪৩
৭.৭.৩ বেত বাগান সৃজন .... পৃ: ৪৪
৭.৭.৪ ঔষধি বাগান সৃজন .... পৃ: ৪৪
৭.৮ ব্যক্তি মালিকানাধীন নার্সারিতে চারা উত্তোলন এবং টিস্যু কালচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ .... পৃ: ৪৫

চিত্রের তালিকা

চিত্র ১: বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর গ্রাম পর্যায়ের সভা .... পৃ: ১
চিত্র ২: বন নির্ভর জনগোষ্ঠী সংগঠিত হচ্ছে .... পৃ: ২
চিত্র ৩: বন সংরক্ষণ গ্রামে জনগণের সমাবেশ .... পৃ: ৩
চিত্র ৪: বনের টহল কাজে জনগণ কর্তৃক বন বিভাগকে সহায়তা করা হচ্ছে .... পৃ: ৪
চিত্র ৫: বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকা .... পৃ: ৪
চিত্র ৬: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক সদস্যের সমান অধিকার রয়েছে .... পৃ: ৫
চিত্র ৭: নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা .... পৃ: ৫
চিত্র ৮: প্রকল্পের সহায়তায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর খামার বহির্ভূত কার্যক্রম .... পৃ: ৬
চিত্র ৯: ভিসিএসসি কর্তৃক ঘূর্ণায়মান তহবিল লেনদেন করা হচ্ছে .... পৃ: ৬
চিত্র ১০: গ্রাম পর্যায়ের সভায় বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে .... পৃ: ৭
চিত্র ১১: গ্রামের উন্নয়ন কাজে জনগণের অংশ গ্রহণ .... পৃ: ৭
চিত্র ১২: মহিলাদের মধ্যে নেতৃত্ব সৃজনে প্রকল্পের সহায়তা .... পৃ: ৮
চিত্র ১৩: সুফল প্রকল্প এলাকার মানচিত্র .... পৃ: ১০
চিত্র ১৪: গোলপাতা বাগানের দৃশ্য .... পৃ: ৪০
চিত্র ১৫: বাঁশ নির্ভর কুটির শিল্প .... পৃ: ৪৩

ডায়গ্রামের তালিকা

ডায়গ্রাম ১: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো .... পৃ: ১৫
ডায়গ্রাম ২: সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনায় গ্রাম পর্যায়ের সংগঠনের বিন্যাস .... পৃ: ২০
ডায়গ্রাম ৩: সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির কাঠামো .... পৃ: ২১
ডায়গ্রাম ৪: বিট পর্যায়ে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির কাঠামো .... পৃ: ২২

টেবিলের তালিকা

টেবিল ১: প্রকল্পের বিনিয়োগ ও ফলাফল থেকে জীবিকা উন্নয়নের সম্ভাব্য অংশীদারীত্ব .... পৃ: ২৯

১.০ জনগণের ধারণা

বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প' এর বিভিন্ন দিক রয়েছে। এটি একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকল্প এবং প্রকল্পটি জনগণ গ্রহণ করবে মর্মে আশা করা যায়। প্রকল্পের কিছু কিছু দিক সম্পর্কে জনগণের ধারণাগুলো নিচে বর্ণিত হলোঃ

ছবি- ১: বন নির্ভর জনগণের গ্রাম পর্যায়ের সভা

- সুফল প্রকল্প গ্রাম পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তুলতে সাহায্য করবে যা বনের ভিতর বা বনের আশেপাশে বসবাসকারী চরম দরিদ্র, দরিদ্র, নারী এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীকে গুরুত্ব প্রদান করবে।

- বন-নির্ভর জনগোষ্ঠী বনের প্রহরা এবং সংরক্ষণ কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করবে এবং তারা প্রকল্প থেকে অনেক লাভবান হবে।

- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট থেকে সংশ্লিষ্ট কস্ট সেন্টার/বিভাগীয় বন কর্মকর্তার দপ্তরের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে গড়ে তোলা সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

- **বন-নির্ভর জনগণের বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসংস্থানের জন্য গঠিত ঘূর্ণায়মান তহবিলের টেকসই ব্যবস্থাপনার যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রাম সংগঠনগুলোই গ্রহণ করবে।**

- বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং অন্যান্য যারা জনগণকে সাহায্য করবে তারা নির্ভরযোগ্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

১.১ লক্ষ্য

গ্রাম পর্যায়ে সুফল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণ নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে সক্ষম হবে –

- গ্রাম সংগঠন তৈরি এবং শক্তিশালীকরণ;
- বন প্রহরা, সংরক্ষণ এবং বিকল্প জীবিকা উন্নয়ন/বিকল্প আয়বর্ধক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন; এবং
- বন প্রহরা, সংরক্ষণ এবং বন পুনঃপ্রতিষ্ঠাসহ বন-নির্ভর জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য বিট পর্যায়ে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উন্নয়ন।

১.২ জনগণের অর্জন

নিম্নেবর্ণিত উপায়ে উপর্যুক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হবে –

- গ্রামে গ্রামে 'সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি' এবং এর আওতাধীন 'বন প্রহরা ও সংরক্ষণ কমিটি', 'ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি', 'সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি', 'অর্থ ও হিসাব কমিটি', 'ক্রয় কমিটি' ইত্যাদি গঠন করে গ্রামের সকল বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে।
- জীবিকা উন্নয়ন এবং কল্যাণের নিমিত্তে বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীকে বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম শুরু করার জন্য ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে সহায়তা প্রদান করে।
- বন প্রহরা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তা করার মাধ্যমে বন প্রতিবেশ পরিষেবাগুলো পুনঃরুদ্ধার করে, যা বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বছরব্যাপী আয়ের সংস্থান করবে।

ছবি ২: বন নির্ভর জনগোষ্ঠী সংগঠিত হচ্ছে

১.৩ কোর ভ্যাল্যু (মূল নীতি)

জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য গ্রামের সকল বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। একসাথে কাজ করার সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি অনুসরণ করলে তারা অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে সফল হবে। এই নীতিগুলোকে 'কোর ভ্যাল্যু' বলা হয়। জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে যে, গ্রামের সকল সুবিধাভোগীগণ তাদের কাজে কোর ভ্যাল্যু মেনে চলবেন। এই নীতিগুলো নিম্নরূপঃ

১. **প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা নিজেদের উন্নয়নের জন্য সকলে মিলে কাজ করবে।**
জনগণ পৃথক পৃথকভাবে দরিদ্র হলেও সকলে যদি একতাবদ্ধ থাকে তখন বড় সফলতা অর্জন করা সম্ভব।

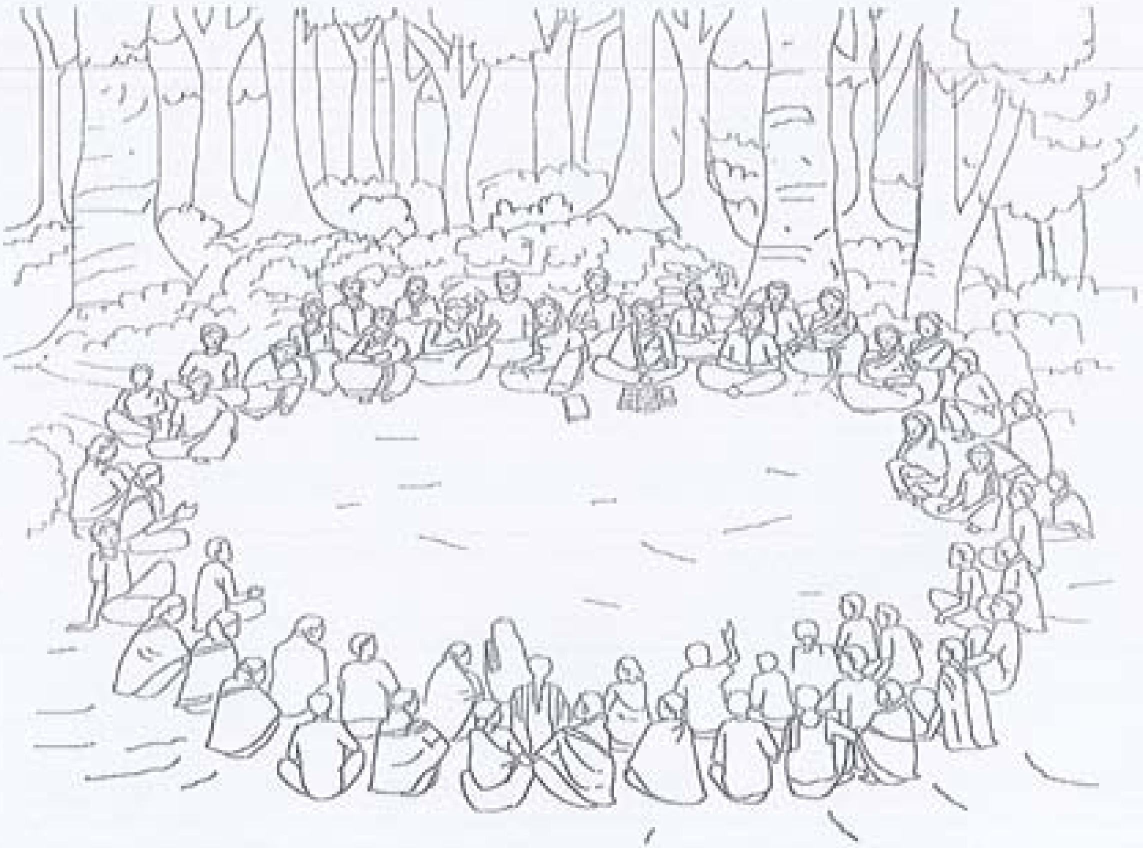

চিত্র ৩ঃ বন সংরক্ষণ গ্রামের জনগণের সমাবেশ

২. **নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধানে সচেষ্ট হবে এবং শুধু প্রয়োজনে অন্যের সাহায্য নেবে।**
নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধানের মাধ্যমে সক্ষমতার উন্নয়ন হবে। এভাবে তারা সমস্যা সমাধানে অতি প্রত্যাশিত ও উপযুক্ত সমাধান খুঁজে পাবে।

৩. **সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।**
প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের নিজেদের কাজ সম্পর্কে জানতে হবে কেননা তাদের কাজের জন্য তারা সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে জবাবদিহি করবে। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য সকল উপ-কমিটি যথাঃ বন প্রহরা ও সংরক্ষণ কমিটি (এফপিসিসি), সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি (এসএসি), অর্থ ও হিসাব কমিটি (এফএসি), ক্রয় কমিটি (পিসি) এবং ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি (ভিসিএসসি) কে একসাথে কাজ করতে হবে।

চিত্র ৪: জনগণ কর্তৃক বনে টহল কাজে বন বিভাগকে সহায়তা করা হচ্ছে

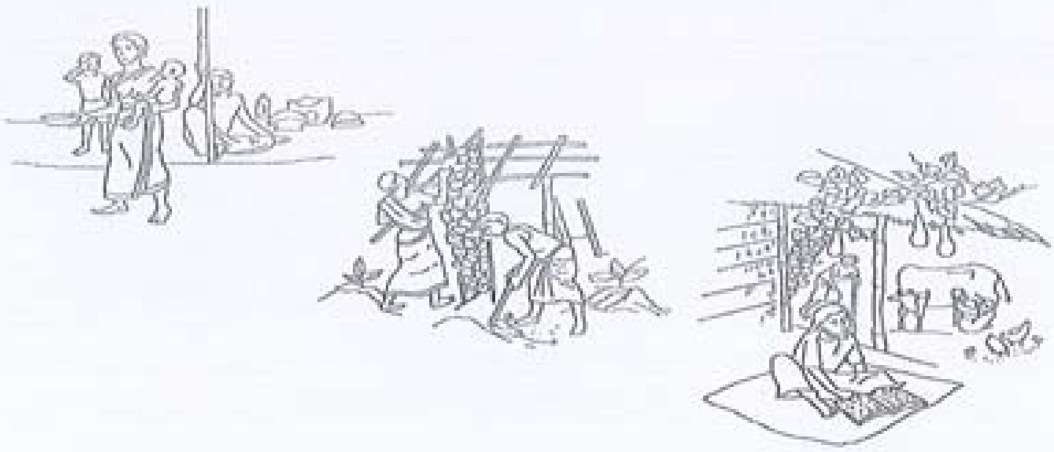

চিত্র ৫: বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকা

৪. সংখ্যাগুরু সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণ একে অপরকে জানে, তাই তাদের একে অপরকে সম্মান করতে হবে এবং অপরের কথা শুনতে হবে। এমন কি মতপার্থক্য থাকলেও সংখ্যাগুরু সদস্যের মতামতের সাথে একমত হবে এবং তা অনুসরণ করবে। নিজেদের লাভ, সর্বোপরি বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য এটি প্রয়োজন।

চিত্র ৬: সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকল সদস্যের মতামত প্রদানের সমঅধিকার রয়েছে

৫. সকল বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর সমান অধিকার ও সুযোগ রয়েছে।
দরিদ্র নারী, যুব, ঝুঁকিগ্রস্থ এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ সকল বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর প্রকল্পের কাজে অংশ গ্রহণের এবং প্রকল্পের সুবিধা ভোগ করার পাশাপাশি নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করার সমান অধিকার ও সুযোগ রয়েছে।

চিত্র ৭: নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা

৬. সুবিধাভোগীগণ সকল কাজে সৎ থাকবে।
যেহেতু তারা সততার সাথে কাজ করবে সেহেতু বনের বিট পর্যায়ে বন-নির্ভর গ্রামসমূহের সকল বন নির্ভর জনগোষ্ঠী প্রতিটি কাজে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, বোঝাপড়া ও সমন্বয়ের উন্নয়নে সহায়তা করবে।

চিত্র ৮: বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকার জন্য নানা বিকল্প আয়বর্ধক কাজ

৭. প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণ সামর্থ্য অনুযায়ী সঞ্চয় করবে এবং যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করবে।
ঋণ ও সঞ্চয় কমিটির নিকট প্রকল্পের অংশীজনেরা ব্যক্তিগত সঞ্চয় জমা করবে এবং সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবিকা উন্নয়ন কাজে গৃহীত ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করবে।

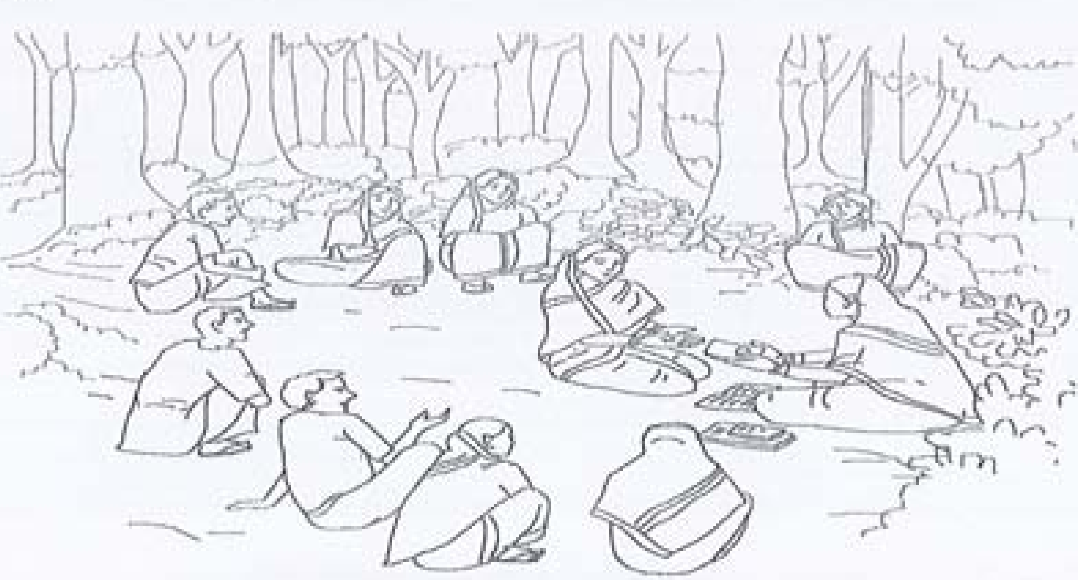

চিত্র ৯: ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি কর্তৃক ঘূর্ণায়মান তহবিলের ঋণ ও কিস্তি লেনদেন

৮. সম্মত পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কাজ শেষ করবে।
সম্মত পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে তারা কাজ বাস্তবায়ন করবে। কাজের জন্য নির্ধারিত বাজেট, সময় এবং অন্যান্য শর্তাবলীর বিষয়ে কঠোর হবে।

চিত্র ১০: বিকল্প আয়বর্ধক কাজের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন

৯. সুবিধাভোগীগণ নিজেদের সম্পদ বিজ্ঞতা ও সততার সাথে ব্যবহার করবে।

সুবিধাভোগীগণ নিজেদের তহবিল, তাদের সক্ষমতা ও প্রাকৃতিক সম্পদ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যবহার করবে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তা থেকে লাভবান হতে পারে। একই সাথে তারা অবৈধভাবে গাছ কাটা ও বনভূমি জবরদখল করা থেকে বিরত থাকবে।

চিত্র ১১: জনগণ গ্রামের উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করছেন

১০.প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তারা নিজেরা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিবে এবং অপরকেও আশ্রয় নিতে সহায়তা করবে।

চিত্র ১২: সমাজে নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি হচ্ছে

১.৪ কেন এই 'কম'

কমিউনিটি অপারেশনস্ ম্যানুয়াল (কম) এর উদ্দেশ্য হল প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণের টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের মৌলিক ধারণা ও নীতিসমূহ সম্পর্কে বুঝতে সহায়তা করার মাধ্যমে প্রকল্পে পুরোপুরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। প্রকল্প সম্পর্কে জনগণের মনে আসা প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করে তাদের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতিগুলো ঘোষনা করা। এটি একটি দিকনির্দেশনা যা গ্রাম উন্নয়ন এবং বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নকালে এবং প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকালে প্রয়োজন হবে।

১.৫ কার জন্য এই 'কম'

প্রাথমিকভাবে সুফল প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী দরিদ্র ও হতদরিদ্র বন-নির্ভর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য এই 'কম' প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া বন বিভাগ, প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারী, এনজিও কর্মী এবং সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রয়োজনও মেটাবে।

১.৬ এই 'কম'- এ কি আছে

গ্রাম পর্যায়ে সুফল প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংগঠন, এগুলোর দায়িত্ব ও কার্যাবলী, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, বিভাগীয় দপ্তর ও গ্রাম পর্যায়ে বিদ্যমান আর্থিক ও কারিগরী বিন্যাস এবং প্রকল্পের সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সক্ষমতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস সম্পর্কে 'কম'- এ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকল্পের সফলতা এবং পরবর্তী অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য জনগণের অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ প্রবাহসহ অনেক কিছু বিকাশের আরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

'কম'- এ সুফল প্রকল্পের বিভিন্ন কম্পোন্যান্ট, বাস্তবায়নকারী সংস্থার দায়িত্ব ও ভূমিকা, সরকারি বনের বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য গ্রাম উন্নয়ন ও বিকল্প আয়বর্ধক তহবিল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ছাড়াও বন অধিদপ্তর, এনজিও, বন নির্ভর জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন বিন্যাস এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষা, ক্রয় প্রক্রিয়া, বিশ্ব ব্যাংকের সুরক্ষা

বিষয়াদি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। এতে কর্মসূচি পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

১.৭ জনগণ কিভাবে এই 'কম' ব্যবহার করবে

'কম' প্রাথমিকভাবে একটি রেফারেন্স বই যা প্রকল্প ও উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে কার কি ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণসহ বিভিন্ন গ্রাম কমিটি গঠন, যোগ্য সুবিধাভোগী নির্বাচন, বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজ বাস্তবায়ন, নথিপত্র ও হিসাব সংরক্ষণ এবং নিরীক্ষণকালে অনুসরণ করতে হবে।

এতে সুফল প্রকল্পের ধারণা, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগুলো ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'কম' থেকে সুফল পেতে হলে ধাপে ধাপে এগুতে হবে। ম্যানুয়ালটির শুরুতে সূচিপত্র রয়েছে যাতে ধারাবাহিকভাবে সকল অধ্যায় ও অনুচ্ছেদসমূহের তালিকা প্রদান করা হয়েছে এবং একবারে একটি বিষয় পাঠ করতে এটি সহায়ক হবে। 'কম'-এ বিভিন্ন চিহ্ন, সংকেত, চিত্র ও ছবি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে যা পাঠককে বিষয় ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে সাহায্যে করবে। তবে এগুলো সবই কাল্পনিক এবং এর সাথে কোন ব্যক্তি, পরিবার বা স্থানের বাস্তব মিল নেই।

সর্বোপরি আইনী কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত 'কম' সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য একটি চলমান দলিল। সুফল প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এবং অভিজ্ঞতার আলোকে অধিকতর উপযুক্ত বিষয়াদি সংযোজন এবং বাস্তায়ন অযোগ্য বিষয়াদি বাদ দিয়ে এটি সংশোধন করা হতে পারে।

২.০ সুফল প্রকল্প ও প্রকল্পের মূল লক্ষ্য

২.১ সুফল প্রকল্প পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প' শিরোনামে একটি ৫ বছর মেয়াদী বিনিয়োগ প্রকল্প অনুমোদন করেছে। ০১ জুলাই, ২০১৮ থেকে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের সর্বমোট আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫০২.৭২১৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে আইডিএ ঋণ ১৭৫.০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার এবং বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ৩.৯০ মিলিয়ন ইউএস ডলার। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বন অধিদপ্তর কর্তৃক এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

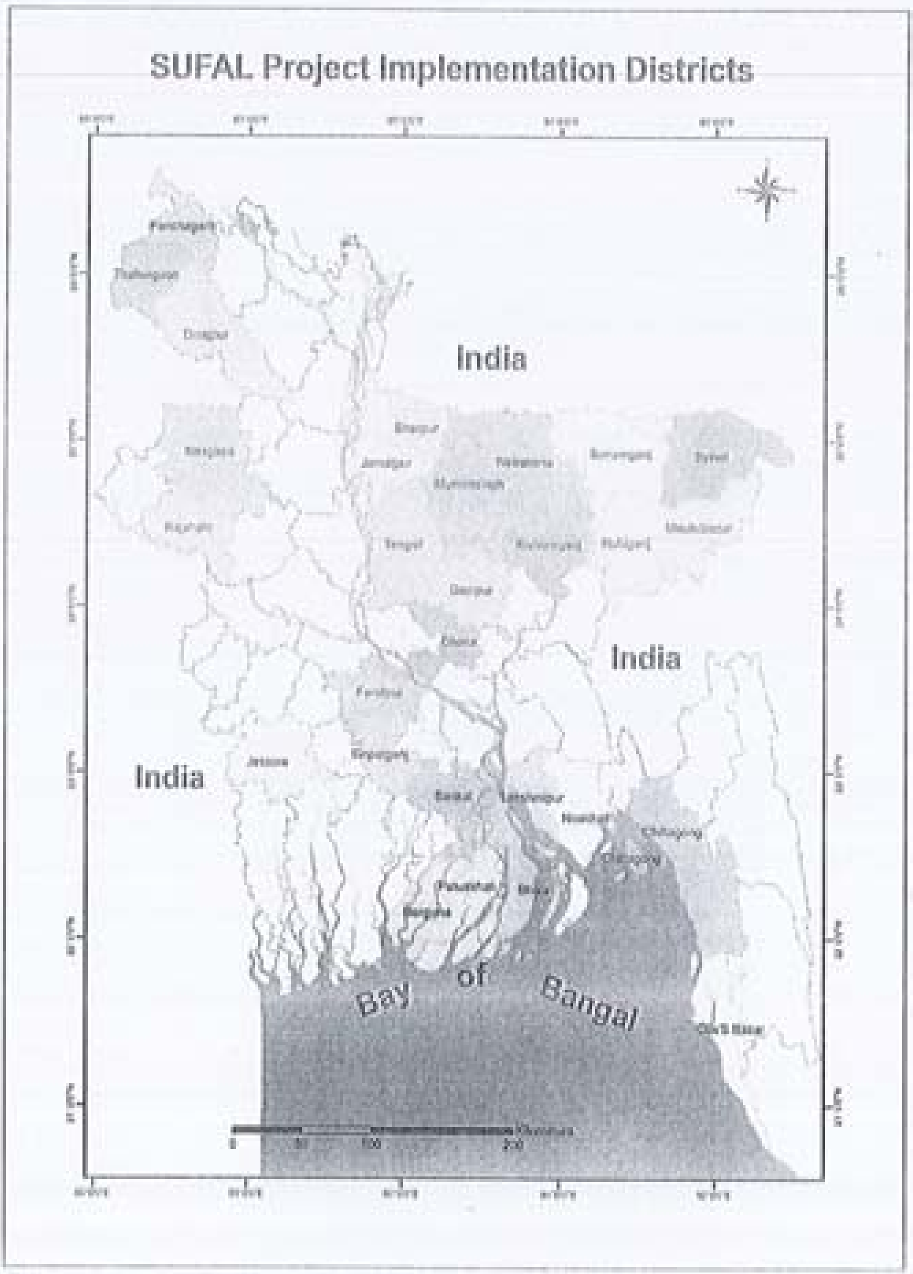

চিত্র ১৩: সুফল প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাসমূহ

সুফল প্রকল্প তিনটি বন এলাকা তথা পাহাড়ী বন, সমতল ভূমির শাল বন এবং উপকূলীয় প্রতিবেশ ও প্লাবন ভূমির বন এলাকায় বাস্তবায়ন করা হবে। টেকসই বন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের রক্ষিত এলাকাসহ অবক্ষয়িত ও বৃক্ষশূণ্য বন পুনরুদ্ধার ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রতিবেশ পরিষেবা, জীবিকা উন্নয়ন সুবিধা, কার্বন মজুদকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীলতা বৃদ্ধিসহ নির্বাচিত বনাঞ্চলের রক্ষিত এলাকাগুলোর নেটওয়ার্ক উন্নয়ন এ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ প্রকল্পের আওতায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর সাথে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে নতুন জেগে উঠা চরে বনায়ন করা হবে। বন বহির্ভূত এলাকায় অতিরিক্ত বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধিতে সহায়তার মাধ্যমে বন নির্ভর জনগণের বিকল্প আয়বর্ধক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। বন সম্প্রসারণ পরিষেবার মাধ্যমে বেসরকারি খাতের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রকল্পে বন সংরক্ষণ কেন্দ্রিক বিকল্প আয়বর্ধক কাজের সুযোগ সৃষ্টি এবং বাজার ভিত্তিক ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়নের মাধ্যমে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর হতদরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্থ এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট জনগণের বিকল্প জীবিকার বিকাশ সাধনের সংস্থান রয়েছে।

প্রকল্পটির কার্যক্রম দেশের ২৮টি জেলার ১৬৯টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হবে। উক্ত এলাকাধীন পাহাড়ী, শাল ও উপকূলীয় বনের নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসরত মোট ৫ কোটি মানুষের মধ্যে ১ কোটি মানুষ সরাসরি উপকৃত হবে।

২.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

সুফল প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হল সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং নির্বাচিত বনাঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকার বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়বর্ধক কাজে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।এ উদ্দেশ্য অর্জিত হবে: (ক) সরকারি বনের বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে এবং (খ) বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে, বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বনের উপর সরাসরি নির্ভরতা ও বনজ সম্পদ আহরণের মাত্রা হ্রাস করে, বন বহির্ভূত এলাকায় বৃক্ষরোপণ জোরদারের মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে । অবশেষে এর সমন্বিত ফল স্বরূপ বনাচ্ছাদন বৃদ্ধি ও প্রতিবেশ পরিষেবার উন্নয়ন ঘটবে, উপকূলের নিরাপত্তা এবং নারী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ কিছু চরম দরিদ্র ও মাত্রাতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

সুফল প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

- বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সংস্কার এবং বন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাংগঠনিক কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণ;
- বন পুনরুদ্ধার, বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রতিবেশ পরিষেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে সহযোগিতামূলক বন ও রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ;
- বনজ সম্পদ আহরণ হ্রাস এবং পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে বন সম্প্রসারণ সেবা ও বন বহির্ভূত এলাকায় বৃক্ষ রোপণ বৃদ্ধিসহ বিকল্প আয়বর্ধক কাজে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণ বাড়ানো;
- বন পুনরুদ্ধার এবং বন বহির্ভূত এলাকায় বৃক্ষাচ্ছাদন বাড়ানোর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।

২.৩ প্রকল্পের অংগসমূহ (Components)

সুফল প্রকল্পের চারটি অংগ রয়েছে এবং প্রত্যেকটির অধীনে বাস্তবায়ন পরিকল্পনাধীন উপ-অংগসমূহ নিম্নরূপঃ

অংগের ক্রমিক নং	শিরোনাম	উপ-অংগসমূহ
১	বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষণ	সাংগঠনিক সক্ষমতা দৃঢ়করণ, ফলিত গবেষণা, প্রশিক্ষণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও ফরেস্ট ইনভেন্টরী শক্তিশালীকরণ এবং যোগাযোগ ও প্রচারণা কার্যক্রম।
২	সহযোগিতামূলক বন ও রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ	সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, অবক্ষয়িত ও বৃক্ষশূন্য বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী ও মাঠ পর্যায়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষিত এলাকা ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা সংহতকরণ।
৩	বিকল্প আয়বর্ধক কাজে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণ বাড়ানো, বন সম্প্রসারণ এবং বন বহির্ভূত এলাকায় বৃক্ষ রোপণ	সামাজিক জাগরণ ও সংগঠন, বিকল্প আয়বর্ধক কাজ, বন সম্প্রসারণ এবং বন বহির্ভূত এলাকায় বৃক্ষ রোপণ।
৪	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ, রিপোর্টিং ও মূল্যায়ন।

২.৪ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা

প্রকল্পের উপরে বর্ণিত চারটি অংগ ও উপ-অংগসমূহের অধীনে যেসব কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে তা সংক্ষেপে নীচে উল্লেখ করা হলোঃ

কম্পোনেন্ট- ১: প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষণ

- বন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও পরিচালনা পদ্ধতির উপর প্রণীত প্রতিবেদন, মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য তৈরিকৃত ফরেস্ট ম্যানুয়ালসহ সাংগঠনিক পুনর্গঠন প্রস্তাব পর্যালোচনা;
- সহযোগিতামূলক বন ও রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণের জন্য আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সহকারে বন ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (FIMS) প্রতিষ্ঠা;
- ৩টি সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (চট্টগ্রাম, গাজীপুর ও যশোর) টিস্যু কালচার সুবিধা স্থাপন করে ৭.৫ লক্ষ উন্নতমানের চারা উৎপাদন;
- ২০০০ ব্যক্তিমালিকানাধীন নার্সারি মালিককে উন্নত নার্সারি প্রযুক্তির উপর এবং ১০০০ করাতকল মালিককে উন্নত করাতকল পরিচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ১,১৫৯ জন বন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক বন ও রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- ঢাকায় ২টি আন্তর্জাতিক কনভেনশন/কর্মশালা আয়োজন করা;

- ২০.০ লক্ষ লোককে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা এবং বিভিন্ন দিবস উদযাপন করা;
- উদ্ভাবনী অংশের আওতায় বন ও বন্যপ্রাণী বিষয়ক ফলিত গবেষণা সম্পন্ন পূর্বক প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য অনুদান প্রদান করা।

কম্পোনেন্ট- ২: সহযোগিতামূলক বন ও রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ

- প্রতিটি বাগান এলাকার জন্য স্থান ভিত্তিক পরিকল্পনা (এসএসপি) তৈরি করা;
- দু'টি বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক পাঁচটি সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা [চট্টগ্রাম (উত্তর ও দক্ষিণ), কক্সবাজার (উত্তর ও দক্ষিণ) ও সিলেট বন বিভাগ];
- বন্যপ্রাণী এবং রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য ৬টি রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা;
- সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থানা বিধিমালার খসড়া তৈরি করা;
- নির্বাচিত রক্ষিত এলাকার প্রতিবেশ পরিষেবার (ইকো-সিষ্টেম সার্ভিসের) মূল্যায়ন করে নীতি নির্ধারণী কাজে ব্যবহার করা;
- বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলসহ ৫২,৭২০ হেক্টর পাহাড়ী ও সমতল ভূমির শালবনের অবক্ষয়িত ও বৃক্ষশূন্য বনভূমি এএনআর/এনরিচমেন্ট/মিশ্র/ঔষধি/পণ্ডখাদ্য ও অপ্রধান বনজ উদ্ভিদের বাগান সৃজনের মাধ্যমে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা;
- ২৪,৮৮০ হেক্টর নতুন জেগে উঠা উপকূলীয় চরে বনায়নের মাধ্যমে বৃক্ষব্যূহ তৈরি করে সমুদ্রে সৃষ্ট ঝড়ের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা;
- ২০টি রক্ষিত এলাকায় ২,৫০০ হেক্টর বন্য প্রাণীর আবাসস্থল এবং ১,৩৩০ হেক্টর বন্যপ্রাণীর চলাচলের পথে (করিডোরে) বন্যপ্রাণীর খাদ্যোপযোগী বৃক্ষ প্রজাতির বাগান সৃজন করে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সহায়তা করা;
- ৮টি বিপন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণীকে বিশেষ সংরক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় আনা;
- ৩২টি রক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রাণী এবং রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা জোরদার করা;
- বৃক্ষ প্রজাতির 'রেড লিষ্ট' তৈরি করা;
- বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা এবং বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন বিষয়ে ৮৭ জন বন কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে গাজীপুরস্থ শেখ কামাল বন্যপ্রাণী কেন্দ্রকে কার্যকর করা;
- নির্বাচিত রক্ষিত এলাকাসমূহে স্মার্ট টহল পদ্ধতি চালু করা;
- ৫টি রক্ষিত এলাকার জন্য আগ্রাসী বিদেশী প্রজাতি নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- দেশে পাখির গতিবিধি পর্যালোচনার জন্য পাখির পায়ে রিং পরানোসহ পাখি শুমারি করা হবে এবং শিকারী পাখি সংরক্ষণ জোরদার করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

- অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক প্রাণীসহ হাঙ্গর ও শাপলাপাতা (Shark and Rey) প্রজাতির সংরক্ষণ কৌশল ও Non-detrimental Findings (NDF) তৈরি করা;
- অনুমোদিত হাতী সংরক্ষণ কর্ম-পরিকল্পনা অনুসারে মানুষ ও হাতীর মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- বন ভবনের সম্প্রসারণসহ ৯৩টি নতুন অফিস ও সরকারি বাসগৃহ নির্মাণ করা।

কম্পোনেন্ট- ৩: বিকল্প আয়বর্ধক কাজে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণ বাড়ানো, বন সম্প্রসারণ এবং বন বহির্ভূত এলাকায় বৃক্ষ রোপণ

- ৫টি নির্বাচিত রক্ষিত এলাকাসহ ৩৩০-৩৩৮টি বন বিটের পার্শ্ববর্তী ৬০০টি গ্রামের উন্নয়নের জন্য 'কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল' থেকে আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা;
- সহযোগিতামূলক বন ও রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য ৬০০টি সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি) গঠন করা এবং প্রত্যেক কমিটির অধীনে উপ-কমিটিগুলো গঠন করে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা;
- ৬০০টি সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)-র নামে ৬০০টি ব্যাংক হিসাব খোলা ও পরিচালনা করা;
- ৫টি রক্ষিত এলাকায় নতুন ৫টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা এবং বিকল্প আয়বর্ধক কাজের সুযোগ প্রদান করা;
- সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি)-র ১০,৮০০ জন সদস্যকে 'কম' এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

কম্পোনেন্ট- ৪: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা অর্জন

- কম্পিউটার সফ্টওয়ার ভিত্তিক শক্তিশালী হিসাব সংরক্ষণ ব্যবস্থা তৈরি করা;
- অনলাইন প্রবেশাধিকার সুবিধাসহ ৪০,০০০ সুবিধাভোগী সদস্যের কমিউনিটি ডাটাবেজ তৈরি করা;
- দূর পর্যবেক্ষণ ছবি (রিমোট সেন্সিং ইমেজ) ব্যবহার করে বনায়ন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;
- বন অধিদপ্তরের জন্য সময়মত প্রতিবেদন তৈরির সুবিধা সৃষ্টি করা;
- প্রকল্পের অর্জন যাচাইয়ের জন্য তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা স্থাপন করা।

৩.০ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাঠামো

সুফল প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের আওতাধীন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিন্যাস করা হয়েছে:

৩.১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন (MoEFCC) মন্ত্রণালয় সুফল প্রকল্পের উদ্যোক্তা। সুফল প্রকল্পের সবগুলো কম্পোনেন্ট বন অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করবে। বন অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে স্থাপিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রকল্পের সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের নির্বাহী দায়িত্ব পালন করবে। প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তবায়ন ব্যবস্থা নিম্নোক্ত চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে।

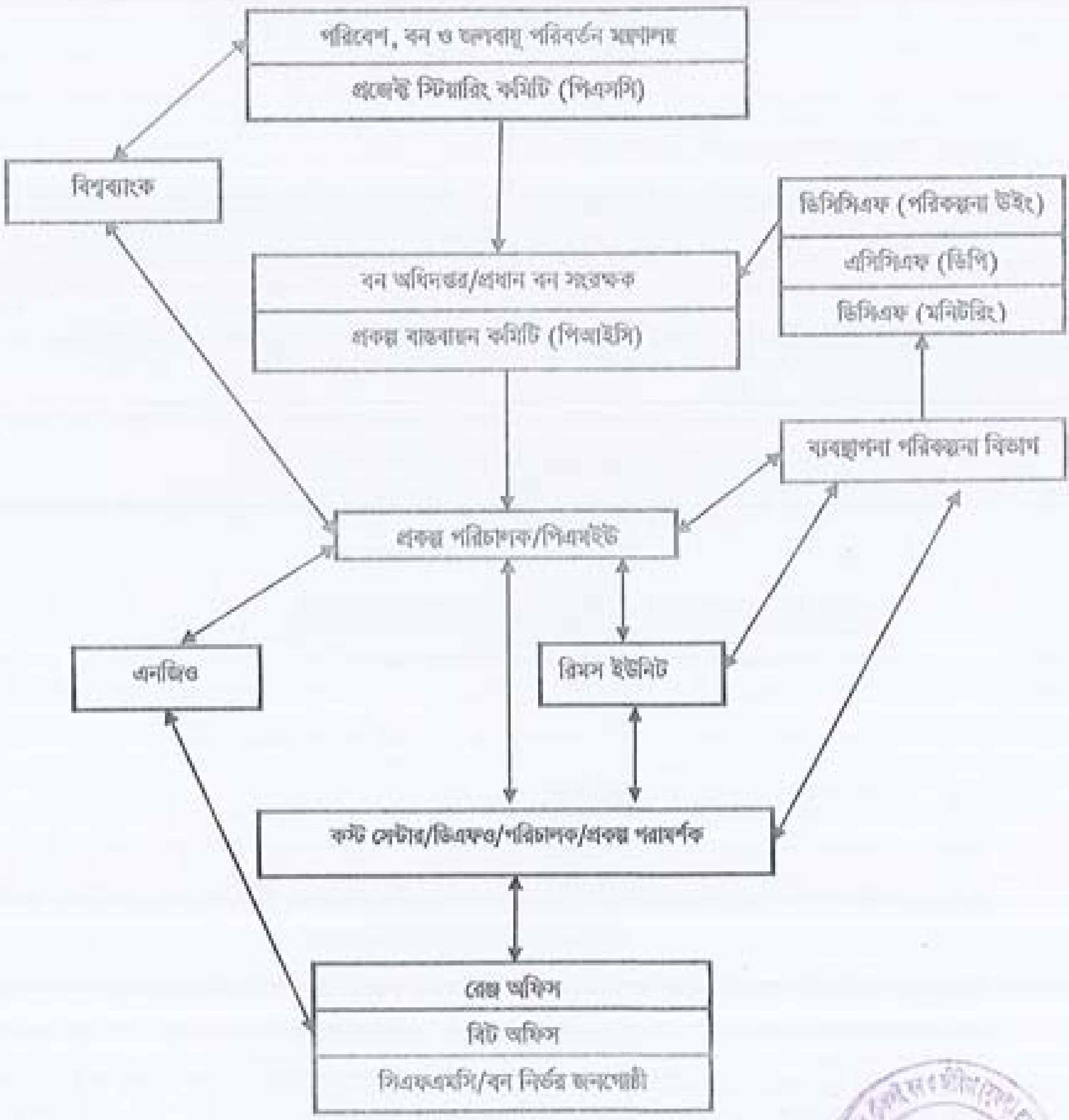

ডায়াগ্রাম-১ : প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো

৩.২ প্রকল্প ষ্টিয়ারিং কমিটি বা পিএসসি

'পিএসসি' সুফল প্রকল্পের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী কর্তৃপক্ষ যা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত।

পিএসসি এর দায়িত্ব ও কর্তব্য:

- প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, নীতিমালা ও নির্দেশনা প্রদান;
- প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও বাজেট অনুমোদন;
- প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য আন্তঃসংস্থা সমন্বয়ে সহায়তা প্রদান;
- প্রকল্প সংক্রান্ত কোন বিতর্ক বা দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তা নিরসন;
- প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত নীতিমালা, নিয়ন্ত্রণমূলক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুপারিশমালা অনুমোদন;
- প্রয়োজনে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কোন পরিবর্তন প্রস্তাব অনুমোদন।

৩.৩ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি বা পিআইসি

প্রকল্পের কার্যকারিতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষককে প্রধান করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি বা পিআইসি গঠন করা হবে। কমিটি নিয়মিত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়ন ও মানোন্নয়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করবে। কমিটি প্রয়োজনে মাঠ পর্যায়ে চলমান কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

পিআইসি এর দায়িত্ব ও কর্তব্য:

- প্রকল্পের কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে তা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান;
- প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ একবার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে;
- প্রয়োজনে কমিটি নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্ত করতে পারবে।

৩.৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট বা পিএমইউ

প্রকল্প পরিচালককে প্রধান করে বন অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট' বা পিএমইউ প্রতিষ্ঠা করা হবে। পিএমইউতে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন-আর্থিক ব্যবস্থাপনা, হিসাবরক্ষণ, প্রকিউরমেন্ট, সামাজিক যোগাযোগ ও পরিবেশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ থাকবেন। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের দৈনন্দিন কার্যাবলী তদারকি ও বিভিন্ন অংগের কর্মসূচি বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য পিএমইউতে চারজন উপ-প্রকল্প পরিচালক (ডিপিডি) থাকবেন। একজন প্রকল্প ব্যবস্থাপক প্রকল্পের কার্যক্রম সমন্বয় করবেন এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করবেন। ডিপিডিকে সহায়তা প্রদানের জন্য সহকারী প্রকল্প পরিচালক (এপিডি) নিয়োগ করা হবে। বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ বিশেষজ্ঞদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন।

৩.৫ প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রকল্পের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়েও সরকার কর্তৃক জারীকৃত "উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য আর্থিক ক্ষমতা অর্পন" আদেশের আওতায় প্রকল্প পরিচালক স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

৩.৬ বন বিভাগ পর্যায়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

বন অধিদপ্তরের মোট ২৭টি বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অফিস প্রকল্পের 'কস্ট সেন্টার' হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণ কস্ট সেন্টারের প্রধান হিসেবে প্রকল্পের কর্মসূচি যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবেন। প্রত্যেক বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রকল্পের অর্থায়নে একজন জুনিয়র কনসালট্যান্ট (হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা) নিয়োগ করা হবে। অনুরূপভাবে প্রকিউরম্যান্ট স্পেশালিস্ট ও জুনিয়র প্রকিউরম্যান্ট স্পেশালিস্টগণ ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়নে পিএমইউ এবং কস্ট সেন্টারগুলোকে সহায়তা প্রদান করবেন। মাঠ পর্যায়ে বনায়ন ও পুনঃবনায়ন কার্যক্রম বিট কর্মকর্তার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে এবং রেঞ্জ কর্মকর্তা উক্ত কার্যক্রম নিয়মিত তদারকি ও পরিবীক্ষণ করবেন এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

৩.৭ সার্কেল ও হেডকোয়ার্টার পর্যায়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

সুফল প্রকল্পের আওতায় আরও চারটি গুরুত্বপূর্ণ অফিস থাকবে যা 'কস্ট সেন্টার' হিসাবে বিবেচিত হবে, যথা: বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সার্কেল, ঢাকা, বন একাডেমী, চট্টগ্রাম, বন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর এবং পিএমইউ অফিস।

৪.০ বন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

বন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও পরিচালনা পদ্ধতি, গবেষণা কার্যক্রম ও তথ্য ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে। এ ধরনের সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে বন অধিদপ্তর বন সংরক্ষণে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার স্থায়ী রূপ দিতে সক্ষম হবে। এ প্রেক্ষিতে বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন হবে যা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

৪.১ সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ

বাংলাদেশ একটি দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে সুদূর প্রসারী দৃষ্টিকোণ থেকে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বন সেক্টরের পরিবর্তনশীল চাহিদা পুরণের নিমিত্তে বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য সহায়তা প্রদান করা হবে। বন অধিদপ্তরের দীর্ঘমেয়াদী চাহিদা যথাঃ তথ্য প্রযুক্তি, জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেমসহ অন্যান্য সিস্টেম, কাজের ধরণ, জনবল পরিকল্পনা, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য বন বিভাগসমূহের মধ্যে ওভারল্যাপ ও ডুপ্লিকেশন হ্রাস করার জন্য কার্যপরিচালনা পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ এবং বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিটের মধ্যে এখতিয়ার ও কাজের সম্পর্ক পর্যালোচনা করতঃ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। প্রস্তাবিত ফরেস্ট্রি সেক্টর মাস্টার প্ল্যান ও বন নীতি অনুমোদনে সহায়তা প্রদান করা হবে। প্রকল্পের আওতায় বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে নির্বাচিত রক্ষিত এলাকার প্রতিবেশ পরিষেবার মূল্যায়ন করা হবে। মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বন্যপ্রাণী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শেখ কামাল বন্যপ্রাণী কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধাদির উন্নয়ন করা হবে এবং বন অধিদপ্তরের কাজের ধরণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে বিশেষতঃ রিমস্ ইউনিট, উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিট ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, সফটওয়্যার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, জিপিএস, জরীপ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন অফিস, বাসগৃহ এবং অন্যান্য ভবনসমূহ পুণঃনির্মাণ, বিশেষ সংস্কার ও মেরামত করে মাঠ পর্যায়ে কাজের পরিবেশের উন্নয়ন করা হবে।

৪.২ ফলিত গবেষণা কার্যক্রম

প্রকল্পের সফলতার জন্য কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনিস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর মাধ্যমে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করে প্রযুক্তি হস্তান্তরের অংশ হিসেবে গবেষণার ফলাফল মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ করা হবে। প্রকল্প পরিচালক গবেষণা কৌশল প্রণয়ন কাজ তদারক করবেন এবং বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়াদিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রমের অবস্থা ও গতিবিধি সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা ও মতামত প্রদান করবেন।

৪.৩ ইনোভেশন উইন্ডো বা উদ্ভাবনী কার্যক্রম

সুফল প্রকল্প থেকে বন, নার্সারি, কাঠ এবং অকাঠ প্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশল, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নতুন নতুন উদ্ভাবনী বিষয়ে গবেষনা প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য অনুদান প্রদান করা হবে যা প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে আরও সমৃদ্ধ করবে। এ অনুদানের জন্য প্রস্তাব দাখিলের প্রক্রিয়া ব্যক্তিগত, পিএইচডি/মাষ্টার্স পর্যায়ের গবেষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও প্রভৃতির জন্য উন্মুক্ত থাকবে । কোন নির্দিষ্ট এলাকার গবেষণা প্রস্তাবনায় সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভাগীয় বন কর্মকর্তার সুপারিশ থাকতে হবে এবং নীতি বিষয়ক প্রস্তাবনায় প্রকল্প পরিচালকের সুপারিশ থাকতে হবে। যে সব প্রস্তাবনা বন অধিদপ্তরের জন্য উপকারী বিবেচিত হবে সে সব প্রস্তাবনা গ্রহণের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। উদ্ভাবনী গবেষণা বিষয়ে অনুদান প্রদানের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা সম্বলিত একটি ইনোভেশন গ্রান্ট ম্যানুয়াল (আইজিএম) প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪.৪ প্রশিক্ষণ

প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে বন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য (রিমস্ ইউনিট, উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিট, বিট কর্মকর্তা, রেঞ্জ কর্মকর্তা, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা) কিছু বিশেষ প্রশিক্ষণের (বিশেষতঃ বাগান সৃজনের জন্য স্থান ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি এবং ক্রয় প্রক্রিয়া ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বিশ্বস্ততা ইত্যাদি বিষয়ে) আয়োজন করতে হবে।

মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর ও বিএফআরআই এর কর্মকর্তাদের জন্য অন্যান্য বিশেষ প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে বন, বন্যপ্রাণী (জীববৈচিত্র্যের উপাদানসহ আইনী প্রবিধানসমূহ এবং এর প্রয়োগ), জলবায়ু পরিবর্তন, সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, ফরেষ্ট ইনভেন্টরী, বনের সুশাসন, বন অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন ধারণা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজ বাস্তবায়ন, কুটির শিল্প এবং বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি বিভিন্ন পণ্যসহ হস্ত শিল্প, ক্ষুদ্র কাঠ প্রক্রিয়াজাতকরণ/কারুকার্য বিশিষ্ট আসবাবপত্র তৈরির কারখানা পরিচালনা এবং বন সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার প্রয়াসের অংশ হিসেবে বনের মধ্যে ঔষধি উদ্ভিদ, বেত ও মূর্তার আন্ডারপ্ল্যান্টিং বিষয়ে কর্মদক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

৪.৫ তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও ফরেষ্ট ইনভেন্টরী শক্তিশালীকরণ

বন অধিদপ্তরের তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নয়ন কৌশল তৈরির পর একটি শক্তিশালী 'বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা পদ্ধতি (এফএমপিএস)' গড়ে তোলা হবে। রিমস ইউনিটকে প্রয়োজনীয় জনবল ও যন্ত্রপাতি দিয়ে পর্যাপ্তভাবে সমৃদ্ধ করা হবে।

৪.৬ যোগাযোগ ও আউটরিচ কার্যক্রম

প্রণীত যোগাযোগ ও আউটরিচ পরিকল্পনার আওতায় পিএমইউ থেকে সহযোগিতামূলক বন ও রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য যোগাযোগ ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম সম্পর্কে প্রকল্পের অংশীজনসহ অন্যান্যদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য পিএমইউ ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম চালাবে। প্রকল্প থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষনীয় বিষয়াদি বন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, সহ-অংশীদার এবং নীতি-নির্ধারকগণের নিকট উপস্থাপন করতে হবে এবং এতে কার্যকর প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত হবে। প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য ব্যাপক প্রচারের জন্য বিভিন্ন প্রকার লক্ষিত জনগোষ্ঠীর (টার্গেট অডিয়েন্স) জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে, যথা: অডিও-ভিজ্যুয়াল, টিভি-স্পট, প্রিন্ট মিডিয়া ইত্যাদি।

৫.০ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

৫.১ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনায় গ্রাম পর্যায়ের সংগঠনসমূহ

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার অধীনে বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বনায়নের মত প্রকল্পের কর্মসূচিগুলো বিট পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণকে বনের সীমানা থেকে ৩ কি.মি. দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত গ্রামসমূহ থেকে নির্বাচন করা হবে। এ ধরণের গ্রামকে 'বন সংরক্ষণ গ্রাম' (Forest Conservation Village) বলা হবে। প্রতিটি গ্রামে ২০০-৫০০টি পরিবার থাকতে পারে, যাদের নিয়ে গ্রাম পর্যায়ে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হবে। কোন কোন বিটের পার্শ্ববর্তী একাধিক গ্রাম থাকতে পারে, আবার সকল গ্রাম বা কোন গ্রামের অংশ বিশেষের বনায়ন ও বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের উপর সমান প্রভাব নাও থাকতে পারে। এ অবস্থায় বাস্তবতার ভিত্তিতে একাধিক ছোট ছোট গ্রাম বা পাশাপাশি অবস্থিত গ্রামের ছোট ছোট অংশ, যার বনায়ন ও বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে, একসাথে নিয়ে বন সংরক্ষণ গ্রাম গঠন করে গ্রাম পর্যায়ের সংগঠন তৈরি করা যেতে পার। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিট কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং বন বিভাগের সাথে আলোচনা করে তা বাস্তবায়নে এনজিও সহায়তা প্রদান করবে।

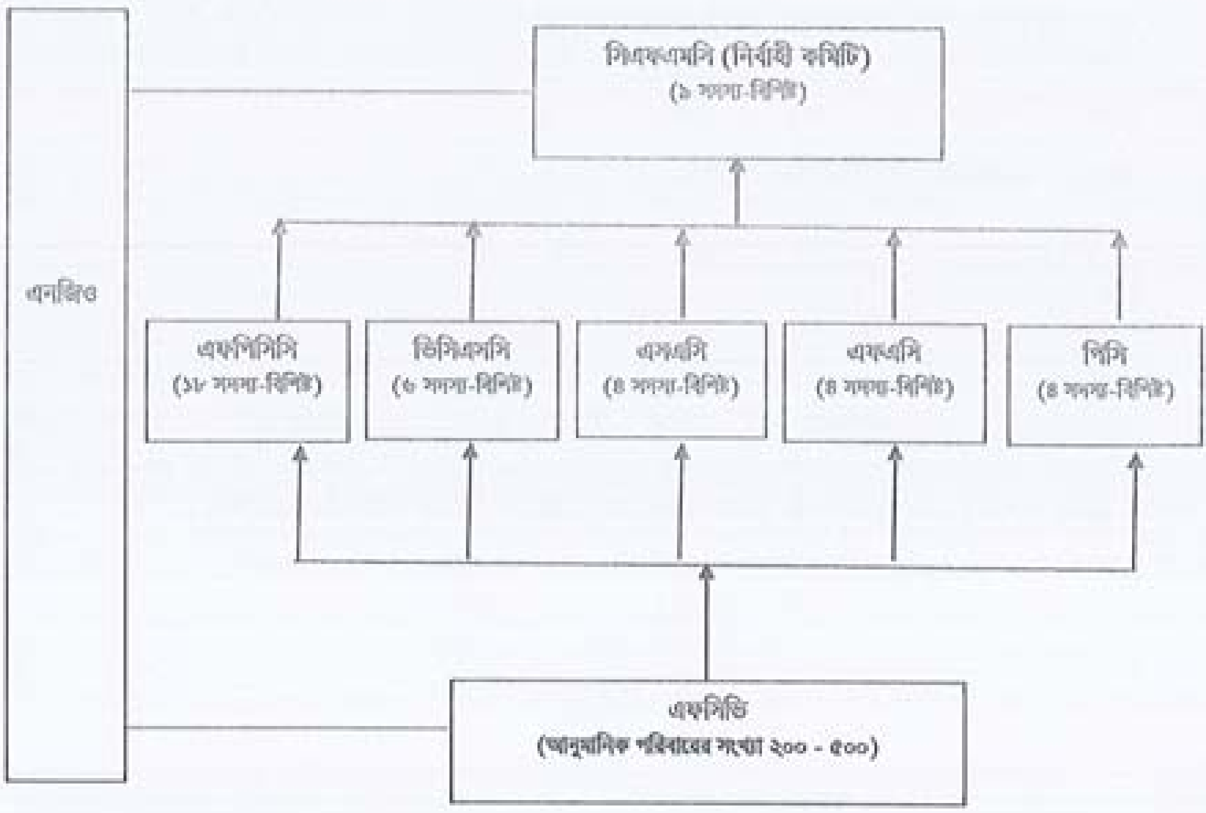

এফসিভি : ফরেস্ট কনজারভেশন ভিলেজ (বন সংরক্ষণ গ্রাম)
সিএফএমসি : কোলাবোরেটিভ ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি (সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি)
এফপিসিসি : ফরেস্ট প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন কমিটি (বন নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ কমিটি)
এসএসি : সোশ্যাল অডিট কমিটি (সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি)
এফএসি : ফিন্যান্স এন্ড একাউন্ট কমিটি (অর্থ ও হিসাব কমিটি)
ভিসিএসসি : ভিলেজ ক্রেডিট এন্ড সেভিংস কমিটি (ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি)
পিসি : প্রকিউরমেন্ট কমিটি (ক্রয় কমিটি)
এনজিও : বেসরকারি সংস্থা

ডায়াগ্রাম ২: গ্রাম পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের বিন্যাস

৫.১.১ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএফএমসি) গঠন

প্রতিটি বন সংরক্ষণ গ্রামের জন্য একটি ৯ (নয়) সদস্য-বিশিষ্ট সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি (Collaborative Forest Management Committee) গঠন করা হবে যা সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ঐ গ্রামের নির্বাহী কমিটি হিসাবে বিবেচিত হবে। কমিটিতে একজন 'সভাপতি' থাকবেন যিনি এফসিভি এর সভার মাধ্যমে সুবিধাভোগী সদস্যগণের মধ্য হতে সরাসরি নির্বাচিত বা মনোনীত হবেন। সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার বা তৎকর্তৃক মনোনীত বিটের একজন কর্মচারী পদাধিকার বলে কমিটির সদস্য-সচিব এর দায়িত্ব পালন করবেন। পাঁচটি উপ-কমিটি থেকে পাঁচজন প্রতিনিধি (কমপক্ষে দু'জন নারী) এ কমিটির সদস্য হবেন। এলাকায় বিদ্যমান সামাজিক বনায়ন দল থেকে সামাজিক বনায়ন কমিটি তাদের একজন প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। নিকটবর্তী রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির একজন প্রতিনিধি এ কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। কাছাকাছি রক্ষিত এলাকা না থাকলে সামাজিক বনায়ন দল থেকে ২ (দুই) জন প্রতিনিধি এ কমিটির সদস্য হবেন।

ডায়াগ্রাম ৩: সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির

৫.১.২ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার অধীনে উপ-কমিটিসমূহ

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার আওতায় বিভিন্ন বিশেষায়িত দায়িত্ব পালনের জন্য ৫ (পাঁচ)টি উপ-কমিটি গঠন করা হবে। এই উপ-কমিটিগুলোর মাধ্যমে বনায়ন, বন সংরক্ষণ, প্রহরা, বিকল্প আয়বর্ধক কাজের তহবিল ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষা ও ক্রয় সংক্রান্ত প্রভৃতি দায়িত্ব সম্পন্ন করা হবে। 'কম' দ্বিতীয় খন্ডে উপ-কমিটিগুলোর দায়িত্ব ও কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। উপ-কমিটিগুলি হল: -

- ক) বন নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ কমিটি (এফপিসিসি) : ১৮ সদস্য-বিশিষ্ট (৯ জন নারী ও ৯ জন পুরুষ)
- খ) ঋণ ও সঞ্চয় কমিটি (ভিসিএসসি) : ৬ সদস্য-বিশিষ্ট (৩ জন নারী ও ৩ জন পুরুষ)
- গ) সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি (এসএসি) : ৪ সদস্য-বিশিষ্ট (২ জন নারী ও ২ জন পুরুষ)
- ঘ) অর্থ ও হিসাব কমিটি (এফএসি) : ৪ সদস্য-বিশিষ্ট (২ জন নারী ও ২ জন পুরুষ)
- ঙ) ক্রয় কমিটি (পিসি) : ৪ সদস্য-বিশিষ্ট (২ জন নারী ও ২ জন পুরুষ)

৫.২ বিট পর্যায়ের সংগঠন

প্রকল্পভুক্ত যে সব বিটের আওতায় একাধিক বন সংরক্ষণ গ্রাম গঠিত হবে সে সব বিটে একটি করে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (Collaborative Forest Management Co-ordination Committee) গঠন করা হবে।

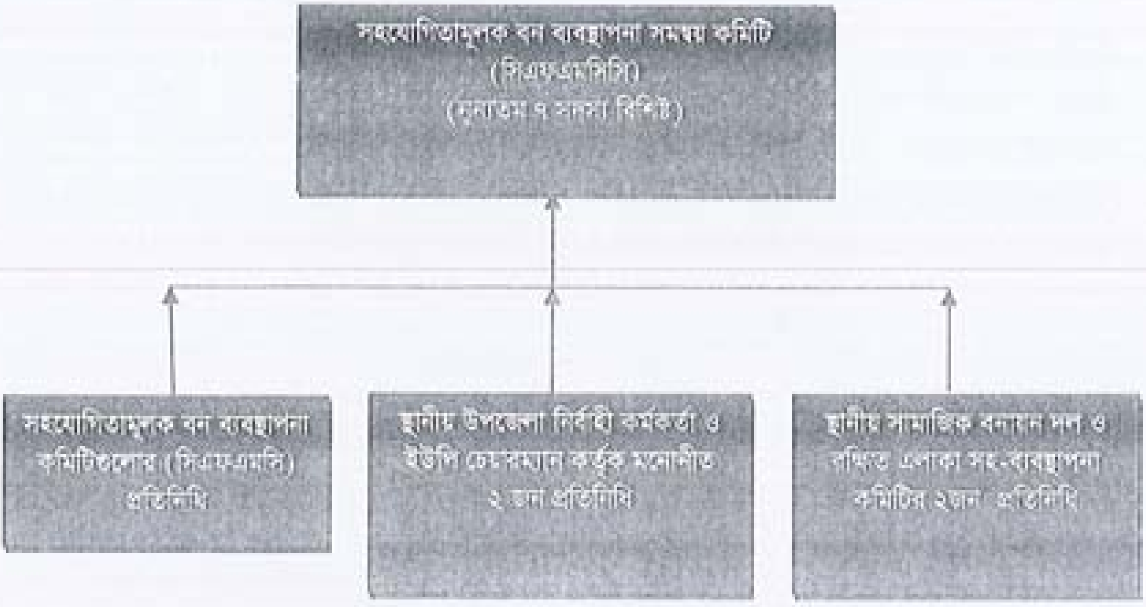

ডায়াগ্রাম ৪ঃ সহযোগিতামূলক বন-ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (সিএফএমসিসি) কাঠামো

৫.২.১ সহযোগিতামূলক বন-ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (সিএফএমসিসি) গঠন

সহযোগিতামূলক বন-ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি বিট পর্যায়ের কমিটিগুলোর এপেক্স কমিটি হিসেবে মূলতঃ সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে কমপক্ষে ৭ জন। প্রতিটি সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি থেকে এক বা একাধিক সদস্য এ কমিটির সদস্য হবেন এবং তাঁদের মধ্য হতে একজন চেয়ার পারসন নির্বাচিত হবেন। সংশ্লিষ্ট বিট অফিসার পদাধিকার বলে এ কমিটির সদস্য-সচিব হবেন। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন পুরুষ/নারী এবং সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন নারী প্রতিনিধি এ কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হবেন। তা ছাড়া এ কমিটিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার সামাজিক বনায়ন দল ও রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি থেকে ২ জন মনোনীত সদস্য অন্তর্ভূক্ত হবেন। যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কোন প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে সমান সংখ্যক ভোট প্রদান করা হলে সে ক্ষেত্রে বিট অফিসারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৫.৩ এনজিও নিযুক্তি এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পাহাড়ী বন, সমতলভূমির শাল বন এবং উপকূলীয় বন এলাকায় সহযোগিতামূলক বন-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণকে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রকল্প থেকে ৭ (সাত) টি অভিজ্ঞ এনজিও নিয়োগ করা হবে। এনজিওগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে নিম্নরূপঃ

- নির্বাচিত সুবিধাভোগীগণের বেসলাইন জরিপ সম্পন্ন করা;

- বন সংরক্ষণ গ্রামের বন নির্ভর জনগোষ্ঠী থেকে প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত সুবিধাভোগী সনাক্ত করা এবং প্রতিটি পরিবারের প্রোফাইল তৈরি করা;
- সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য সুবিধাভোগীগণকে সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করা;
- প্রকল্প এলাকায় গ্রাম পর্যায়ের সংগঠন তৈরিতে জনগণকে সহায়তা করা;
- সুবিধাভোগীগণের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যাতে তারা কমিউনিটি অপারেশনস্ ম্যানুয়াল (কম) এবং বিকল্প আয়বর্ধক কাজ বাস্তবায়ন করতে পারে;
- কমিউনিটি প্রোফাইলিং এর জন্য ডাটা এন্ট্রি দেয়া;
- রেঞ্জ ও বিট পর্যায়ের বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের নিবিড় তদারকির আওতায় কমিউনিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা;
- বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও কমিউনিটি মবিলাইজেশন অফিসার (সিএমও) কে সহযোগিতা করা;
- প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালকগণ এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- এনজিও নিয়োগের শর্তাবলীতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু তাদের দায়িত্ব পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট এরূপ কোন বিষয়াদি প্রকল্প পরিচালক বা বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী সম্পন্ন করা।

৫.৪ সুরক্ষা নীতিমালা

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে জনগণের সাথে কাজ করার সময় বিশ্ব ব্যাংকের সুরক্ষা নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। বনায়নের জন্য স্থান নির্বাচন এবং বিট/গ্রাম পর্যায়ে বন নির্ভর জনগোষ্ঠী সনাক্তকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনায় বন নির্ভর জনগণ টেকসই বন ব্যবস্থাপনার সাথে সঙ্গতি রেখে তাদের জীবিকা নির্বাহ করবেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ESMF), ২০১৮ কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে। এ জন্য কমিউনিটির সাথে প্রাক-অবহিতকরণমূলক মুক্ত আলোচনা (free, prior and informed consultation) করা হবে। প্রকল্পের সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ESMF), পুনর্বাসন প্রক্রিয়া কাঠামো এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন কাঠামো যথাযথ বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন এবং কঠোরভাবে অনুশীলন নিশ্চিত করবেন। পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা কাঠামো, ২০১৮ বাস্তবায়ন সম্পর্কে কমিউনিটিকে সচেতন করে তোলার জন্য এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। সংশ্লিষ্ট কস্ট সেন্টারসমূহের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সহকারী বন সংরক্ষক, রেঞ্জ কর্মকর্তা এবং বিট কর্মকর্তাগণকে পরিবেশগত সুরক্ষা কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্প পরিচালক একজন পরিবেশগত সুরক্ষা সমন্বয়ক নিয়োগ দিবেন যিনি প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন পরিবেশগত সুরক্ষা কাঠামো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। জেন্ডার বিশেষজ্ঞ প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস করণে এবং নারীদের জন্য স্পর্শকাতর বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচির সুযোগ উন্নয়নে কাজ করবেন। প্রকল্পের কার্যক্রম সাবলীলভাবে পরিচালনার জন্য বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং কমিউনিটির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

৫.৫ অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল

যেহেতু প্রকল্পের কার্যক্রম বনজ সম্পদ এবং কমিউনিটি সংশ্লিষ্ট সেহেতু প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য যথাযথ অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। প্রকল্পের কর্মসূচিসমূহ অবাধ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে আলোচনা এবং

ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে যথাযথ অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল প্রয়োগ করে যথাশীঘ্র সম্ভব সমঝোতার সাথে দ্বন্দ্ব নিরসন করতে হবে। এ বিষয়ে 'কম' ৪র্থ খন্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৫.৬ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার স্থায়ীত্ব

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার আওতায় প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ধরণের সাংগঠনিক বিন্যাস প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অফিস আদেশের মাধ্যমে বন অধিদপ্তর এবং অন্যান্য পক্ষসমূহের মধ্যে সংযোগকারী গ্রাম পর্যায়ের সংগঠনসমূহ কার্যকর করতে হবে। বন এবং বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইন এবং নিয়ন্ত্রণকারী বিধানসমূহ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধনের জন্য সুপারিশ করা হবে। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনাকে স্থায়ী রূপ প্রদানের জন্য পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল অফিস আদেশসমূহ আইনী কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বিগত ১০/১০/২০২১ খৃ: তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'কমিউনিটি অপারেশনস্ ম্যানুয়াল (কম)' অনুমোদন বিষয়ক সভায় সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য বন অধিদপ্তর ও সমবায় অধিদপ্তরের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.০ বন নির্ভর জনগোষ্টীর জন্য বিকল্প আয়বর্ধক কাজসমূহ

৬.১ বন নির্ভর জনগোষ্ঠী ও জীবিকা

কোন ব্যক্তি তার নিজের কর্মদক্ষতা, আর্থিক সক্ষমতা এবং অন্যান্য সম্পদ ব্যবহার করে তার ও তার পরিবারের জীবনমান এবং মর্যাদার উন্নয়নের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাই জীবিকা। কোন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বা আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজের মাধ্যমে রোজগারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। একটি টেকসই জীবিকা নির্বাচন ও কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি পরিবারের জন্য ধন-সম্পদ ও বস্তুগত প্রাচুর্য (খাদ্য, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, জীবনমান ইত্যাদি) এবং সামাজিক সমৃদ্ধি (সামাজিক মর্যাদা, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে সুসম্পর্ক, সামাজিক সম্প্রীতি এবং সুখ ও শান্তি) বয়ে আনতে পারে।

বন নির্ভর জনগোষ্ঠী অত্যন্ত ঝুঁকিগ্রস্থ এবং তাদের জীবিকা বন ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। অতএব, সুফল প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন পরিকল্পনাধীন বন পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের সাথে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকার সম্পর্ক রয়েছে। তাই বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর, যারা বিশেষ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সনাক্ত হবেন, জীবিকা উন্নয়নের জন্য বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচী সুফল প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিকল্প আয়বর্ধক কাজগুলো বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকার সুযোগে বৈচিত্র্য আনতে সহায়তা করবে, কমিউনিটির আয় বৃদ্ধি করবে, সর্বোপরি বনজ সম্পদের উপর নির্ভরতা হ্রাস করবে এবং এর ফলে জলবায়ু সহনশীলতায় জনগণের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। আশা করা হচ্ছে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর সাথে বন সংরক্ষণে আরও বেশী ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরি হবে এবং বিনিময়ে প্রকল্প এলাকার বন থেকে অধিক উপকৃত হবে। সর্বমোট ৩০০ - ৩৩৮ টি বিটের নিকটবর্তী ৬০০ গ্রামের আওতাধীন ৪০,০০০ পরিবার এ কার্যক্রমগুলোর আওতায় আসবে। জনগণের সম্পদ সৃজনের জন্য সামাজিক পদ্ধতি অনুসরণ করে জনগণকে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

Office of the Project Director ★ SUFAL Project, Ban Bhaban, Agargaon Dhaka-1207

- বন সংরক্ষণ গ্রামের বন নির্ভর জনগোষ্ঠী থেকে প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত সুবিধাভোগী সনাক্ত করা এবং প্রতিটি পরিবারের প্রোফাইল তৈরি করা;
- সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য সুবিধাভোগীগণকে সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধ করা;
- প্রকল্প এলাকায় গ্রাম পর্যায়ের সংগঠন তৈরিতে জনগণকে সহায়তা করা;
- সুবিধাভোগীগণের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যাতে তারা কমিউনিটি অপারেশনস্ ম্যানুয়াল (কম) এবং বিকল্প আয়বর্ধক কাজ বাস্তবায়ন করতে পারে;
- কমিউনিটি প্রোফাইলিং এর জন্য ডাটা এন্ট্রি দেয়া;
- রেঞ্জ ও বিট পর্যায়ের বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের নিবিড় তদারকির আওতায় কমিউনিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা;
- বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও কমিউনিটি মবিলাইজেশন অফিসার (সিএমও) কে সহযোগিতা করা;
- প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালকগণ এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- এনজিও নিয়োগের শর্তাবলীতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু তাদের দায়িত্ব পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট এরূপ কোন বিষয়াদি প্রকল্প পরিচালক বা বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী সম্পন্ন করা।

৫.৪ সুরক্ষা নীতিমালা

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে জনগণের সাথে কাজ করার সময় বিশ্ব ব্যাংকের সুরক্ষা নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। বনায়নের জন্য স্থান নির্বাচন এবং বিট/গ্রাম পর্যায়ে বন নির্ভর জনগোষ্ঠী সনাক্তকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনায় বন নির্ভর জনগণ টেকসই বন ব্যবস্থাপনার সাথে সঙ্গতি রেখে তাদের জীবিকা নির্বাহ করবেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ESMF), ২০১৮ কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে। এ জন্য কমিউনিটির সাথে প্রাক-অবহিতকরণমূলক মুক্ত আলোচনা (free, prior and informed consultation) করা হবে। প্রকল্পের সামাজিক সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ESMF), পুনর্বাসন প্রক্রিয়া কাঠামো এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী উন্নয়ন কাঠামো যথাযথ বাস্তবায়নে সহায়তা করবেন এবং কঠোরভাবে অনুশীলন নিশ্চিত করবেন। পরিবেশগত এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা কাঠামো, ২০১৮ বাস্তবায়ন সম্পর্কে কমিউনিটিকে সচেতন করে তোলার জন্য এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। সংশ্লিষ্ট কস্ট সেন্টারসমূহের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সহকারী বন সংরক্ষক, রেঞ্জ কর্মকর্তা এবং বিট কর্মকর্তাগণকে পরিবেশগত সুরক্ষা কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্প পরিচালক একজন পরিবেশগত সুরক্ষা সমন্বয়ক নিয়োগ দিবেন যিনি প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন পরিবেশগত সুরক্ষা কাঠামো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন। জেন্ডার বিশেষজ্ঞ প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস করণে এবং নারীদের জন্য স্পর্শকাতর বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচির সুযোগ উন্নয়নে কাজ করবেন। প্রকল্পের কার্যক্রম সাবলীলভাবে পরিচালনার জন্য বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং কমিউনিটির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

৫.৫ অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল

যেহেতু প্রকল্পের কার্যক্রম বনজ সম্পদ এবং কমিউনিটি সংশ্লিষ্ট সেহেতু প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য যথাযথ অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। প্রকল্পের কর্মসূচিসমূহ অবাধ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে আলোচনা এবং

ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে যথাযথ অভিযোগ নিষ্পত্তি কৌশল প্রয়োগ করে যথাশীঘ্র সম্ভব সমঝোতার সাথে দ্বন্দ্ব নিরসন করতে হবে। এ বিষয়ে 'কম' ৪র্থ খন্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৫.৬ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার স্থায়ীত্ব

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার আওতায় প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ধরণের সাংগঠনিক বিন্যাস প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অফিস আদেশের মাধ্যমে বন অধিদপ্তর এবং অন্যান্য পক্ষসমূহের মধ্যে সংযোগকারী গ্রাম পর্যায়ের সংগঠনসমূহ কার্যকর করতে হবে। বন এবং বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত আইন এবং নিয়ন্ত্রণকারী বিধানসমূহ পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশোধনের জন্য সুপারিশ করা হবে। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনাকে স্থায়ী রূপ প্রদানের জন্য পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল অফিস আদেশসমূহ আইনী কাঠামোতে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। বিগত ১০/১০/২০২১ খৃঃ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে 'কমিউনিটি অপারেশনস্ ম্যানুয়াল (কম)' অনুমোদন বিষয়ক সভায় সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য বন অধিদপ্তর ও সমবায় অধিদপ্তরের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.০ বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প আয়বর্ধক কাজসমূহ

৬.১ বন নির্ভর জনগোষ্ঠী ও জীবিকা

কোন ব্যক্তি তার নিজের কর্মদক্ষতা, আর্থিক সক্ষমতা এবং অন্যান্য সম্পদ ব্যবহার করে তার ও তার পরিবারের জীবনমান এবং মর্যাদার উন্নয়নের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাই জীবিকা। কোন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বা আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজের মাধ্যমে রোজগারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। একটি টেকসই জীবিকা নির্বাচন ও কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি পরিবারের জন্য ধন-সম্পদ ও বস্তুগত প্রাচুর্য (খাদ্য, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, জীবনমান ইত্যাদি) এবং সামাজিক সমৃদ্ধি (সামাজিক মর্যাদা, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে সুসম্পর্ক, সামাজিক সম্প্রীতি এবং সুখ ও শান্তি) বয়ে আনতে পারে।

বন নির্ভর জনগোষ্ঠী অত্যন্ত ঝুঁকিগ্রস্থ এবং তাদের জীবিকা বন ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। অতএব, সুফল প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন পরিকল্পনাধীন বন পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ কার্যক্রমের সাথে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকার সম্পর্ক রয়েছে। তাই বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর, যারা বিশেষ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সনাক্ত হবেন, জীবিকা উন্নয়নের জন্য বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচী সুফল প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কম্পোনেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিকল্প আয়বর্ধক কাজগুলো বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকার সুযোগে বৈচিত্র্য আনতে সহায়তা করবে, কমিউনিটির আয় বৃদ্ধি করবে, সর্বোপরি বনজ সম্পদের উপর নির্ভরতা হ্রাস করবে এবং এর ফলে জলবায়ু সহনশীলতায় জনগণের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। আশা করা হচ্ছে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর সাথে বন সংরক্ষণে আরও বেশী ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরি হবে এবং বিনিময়ে প্রকল্প এলাকার বন থেকে অধিক উপকৃত হবে। সর্বমোট ৩০০ - ৩৩৮ টি বিটের নিকটবর্তী ৬০০ গ্রামের আওতাধীন ৪০,০০০ পরিবার এ কার্যক্রমগুলোর আওতায় আসবে। জনগণের সম্পদ সৃজনের জন্য সামাজিক পদ্ধতি অনুসরণ করে জনগণকে প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

৬.২ বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সংগঠিতকরণ

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার আওতায় বিকল্প আয়বর্ধক কাজ বাস্তায়নের জন্য নিম্নেবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে: -

- বন নির্ভর গ্রামসমূহে বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে গ্রামের জনগণকে সংগঠিত করা;
- সুবিধাভোগীদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় শুরু করা এবং নিজেদের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করা;
- কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিলের সহায়তায় গ্রাম উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- জীবিকা বহুমুখীকরণ, জীবিকা উন্নয়ন প্রস্তাবনা তৈরি, হিসাব ও নথিপত্র সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বন সংরক্ষণ গ্রামের নারী, কিশোরী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের পছন্দমত বিকল্প আয়বর্ধক কাজ নির্বাচন করার জন্য দক্ষ করে তোলা প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

৬.৩ বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমে সহায়তা প্রক্রিয়া

কমিউনিটি অপারেশনস্ ম্যানুয়াল বা 'কম' অনুসরণ করে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং উপ-কমিটিসমূহ বিভিন্ন বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হবে। 'কম'-এ বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদ্ধতি সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে নিম্নেবর্ণিত বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে -

- সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ ও জনগণকে সংগঠিতকরণ;

- জনগণ কর্তৃক সুবিধাভোগী স্ব-নির্বাচন;
- প্রকল্পের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে জনগণের/পরিবারের প্রতিশ্রুতি ও আগ্রহ মূল্যায়নের জন্য মানদণ্ড নিরুপণ;
- বিকল্প আয়বর্ধক কাজের প্রস্তাবনা তৈরি, ব্যবসা/কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, হিসাব সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরির বিষয়ে জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- বিকল্প আয়বর্ধক কাজের প্রস্তাবনা মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য ও নীতিমালা প্রণয়ন করা;
- বিকল্প আয়বর্ধক কাজের জন্য ঋণ গ্রহণ ও কিস্তি পরিশোধের বিধানাবলী স্থির করা;
- কমিউনিটির জন্য তহবিলে অর্থ প্রবাহ, প্রতিবেদন তৈরি এবং ক্রয় নীতিমালা তৈরি করা;
- প্রকল্প থেকে অর্থায়নযোগ্য নয় এমন কাজের তালিকা প্রস্তুত করা;
- বিকল্প আয়বর্ধক তহবিল ব্যবহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্বচ্ছতা, বিরোধ নিষ্পত্তি, সামাজিক নিরীক্ষা এবং জনগণ কর্তৃক বিশ্ব ব্যাংকের সুরক্ষা নীতিমালা অনুসরণ ইত্যাদি বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন; এবং
- বাস্তবায়িত কার্যক্রমের স্থায়ীত্বশীলতা।

৬.৪ বিকল্প আয়বর্ধক কাজের জন্য ঋণ গ্রহীতা নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য

প্রকল্প থেকে জীবিকা উন্নয়নের জন্য প্রদত্ত বিকল্প আয়বর্ধক কাজের তহবিলকে কমিউনিটি পর্যায়ে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা হবে যাতে সুবিধাভোগীদের প্রয়োজনে জীবিকার কল্যাণে এ অর্থ সহজলভ্য হয়। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য যারা সত্যিকার অর্থে জীবিকার জন্য বন নির্ভরশীল, তাদেরকে বিকল্প আয়বর্ধক তহবিল থেকে ঋণ গ্রহণে অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং আরও যারা বিবেচিত হবেন:

- গ্রামে সবচেয়ে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত;
- নারী প্রধান পরিবার;
- ভূমিহীন এবং বছরের অধিকাংশ সময় যারা কর্মহীন থাকেন; বা
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যগণ।

নির্বাচনী বৈশিষ্ট্যসমূহ বিস্তারিতভাবে 'কম' ২য় খন্ডে বর্ণিত হয়েছে।

৬.৫ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন আয়বর্ধক কাজের সুযোগসমূহ

সুফল প্রকল্পের আওতায় বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা (বনায়ন/পুনবনায়ন) এবং সংরক্ষণ কার্যক্রমের সাথে বিকল্প আয়বর্ধক কাজের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে যা প্রতিবেশ পরিষেবার নিবিড়ীকরণ ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে লাভবান হবে। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে পাহাড়ী বন, সমতল ভূমির শাল বন এবং উপকূলীয় এলাকার বন সংরক্ষণসহ বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বনায়ন কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান (জন-দিবস হিসাবে) সৃষ্টি করবে। প্রকল্পের আওতায় বনায়ন, বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বন সংরক্ষণ এবং আন্ডারপ্ল্যান্টিং বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

আয়বর্ধক কাজের সাথে বনায়ন/পুনবনায়নের সম্পর্ক প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় (পিআইপি) বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

- প্রকল্পের আওতায় পাহাড়ী বন, সমতল ভূমির শালবন এবং উপকূলীয় এলাকায় বনায়ন ও পুনবনায়ন কর্মসূচিসমূহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। ধারণা করা হচ্ছে যে, বনায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ১১৩.৪৭ লক্ষ জন-দিবস এবং বিভিন্ন নির্মাণ কাজে ৪.৩৫ জন-দিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। তাছাড়া বিকল্প আয়বর্ধক

কাজসমূহ শ্রম বাজারে আরও ৪০.০ লক্ষ নতুন জন-দিবস কর্মসংস্থান যোগ করবে। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে প্রকল্পের বিনিয়োগ থেকে সর্বমোট ১৫৭.৮২ লক্ষ জন-দিবস কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। বিকল্প আয়বর্ধক কাজের কম্পোনেন্টের আওতায় বাস্তবায়িতব্য কর্মসূচির মাধ্যমেও বড় ধরণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

- প্রতি হেক্টর বাগান সৃজনে ধারাবাহিকভাবে শ্রমঘন কাজসমূহ যথা: চারা উৎপাদন, বাগান সৃজন এবং ৫ বছর রক্ষণাবেক্ষণে অনেক শ্রমিক প্রয়োজন হবে। সংশ্লিষ্ট বন নির্ভর গ্রামসমূহের মূলতঃ বন নির্ভর জনগণই এ কাজের সুযোগ পাবে।

- বাগানের গাছ প্রুনিং ও থিনিং থেকে প্রাপ্ত বনজদ্রব্য বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ কমিউনিটির আয়ের আর একটি উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ সব বনজদ্রব্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ কমিউনিটি তহবিলে জমা হবে। এ প্রক্রিয়া বিকল্প আয়বর্ধক কাজ সৃষ্টির জন্য গঠিত ঘূর্ণায়মান তহবিল বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

- প্রকল্পের আওতায় বাগান সৃজন ও শূণ্যস্থান পূরণের জন্য নার্সারিতে দেশীয় প্রজাতির অনেক চারা উৎপাদন করা হবে। তন্মধ্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন নার্সারি থেকে একটি অংশ ক্রয় করা হবে, ফলে ব্যক্তিমালিকানাধীন নার্সারির উদ্যোগ এবং চারা বাজারজাতকরণ প্রসার লাভ করবে। এতে স্থানীয় জনগণ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে এবং তাদের আয় বৃদ্ধির ফলে জীবিকা উন্নয়ন টেকসই হবে।

- বন সংরক্ষণ গ্রাম থেকে বন নির্ভর জনগণকে বন নিরাপত্তা ও বন সংরক্ষণ কমিটি-র মাধ্যমে বন অধিদপ্তর বন প্রহরার কাজে সম্পৃক্ত করবে। এ কাজের জন্য তারা প্রকল্প থেকে সম্মানী হিসেবে আর্থিক সহায়তা পাবে যা তাদের জীবিকা উন্নয়নে সহায়ক হবে।

- বাঁশ বাগান থেকে স্বল্প সময়ে ফলন পাওয়া যায় বলে এটিকে একটি আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একই সাথে বাঁশ কুঠির শিল্পের উৎকৃষ্ট কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে বাঁশ এবং বাঁশ থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের ব্যবসা লাভজনক । গ্রামীণ জনগণের কর্মসংস্থানের জন্য এটি একটি সম্ভাবনাময় খাত। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে বাঁশের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং তাদের জীবিকা উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নে বাঁশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কাঁচামাল হিসেবে বাঁশ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন প্রক্রিয়ায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বাঁশ ভিত্তিক ব্যবসা জাতীয় অর্থনীতি টেকসইকরণে অবিরামভাবে অবদান রেখে চলেছে। তাই বাঁশ বাগান সৃজন দেশে বাঁশ ভিত্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসা চালু করতে সহায়তা করবে যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে।

- পাহাড়ী বন ও সমতল ভূমির শাল বনে আন্ডারপ্ল্যান্টিং হিসেবে মূর্তা বাগান সৃজন করে কুঠির শিল্পকে সহায়তার মাধ্যমে বিকল্প আয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে। মূর্তা কুঠির শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, বিশেষতঃ নারীরা মূর্তা থেকে শীতলপাটি তৈরি করে থাকে। এ শীতলপাটি একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক মাদুর এবং দেশ-বিদেশের বাজারে এর বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে। মূর্তাবাগান সৃজনের ফলে পাহাড়ী বন ও সমতলভূমির শাল বন এলাকায় প্রতিবেশ পরিষেবার উন্নয়নের পাশাপাশি জনগণের আয় বৃদ্ধি পাবে।

- পাহাড়ী বন এবং সমতল ভূমির শালবনে আন্ডারপ্ল্যান্টিং হিসেবে ঔষধি গুল্ম ও লতাজাতীয় বৃক্ষ রোপণ প্রতিবেশ পরিষেবার উন্নয়ন ঘটাবে। একই সাথে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। একসময় স্থানীয় জনগণের অনেকেই বন থেকে ঔষধি গাছ সংগ্রহ করে বিভিন্ন ঔষধ শিল্পে সরবরাহ করবে এবং এতে তাদের জীবিকার্জন সহজ হবে। একক প্রজাতির বাগান সৃজনের ফলে ঔষধি

বৃক্ষসমূহ অবহেলিত হচ্ছে। সুফল প্রকল্পের আওতায় আন্ডারপ্ল্যান্টিং হিসেবে বাগানে ঔষধি বৃক্ষ রোপণ করা হবে যাতে এ সব বৃক্ষ রোপণ এবং উৎপাদিত ঔষধি উপাদানসমূহ বাজারজাত করে জনগণের পর্যাপ্ত আয়-রোজগার সম্ভব হয়।

- পাহাড়ী বন এবং সমতলভূমির শাল বনে আন্ডারপ্ল্যান্টিং হিসেবে বেত বাগান সৃজন কমিউনিটির জন্য আর একটি আয়বর্ধক কাজ। বেতের বাণিজ্যিক নাম 'রতন' যা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অ-কাঠ জাতীয় (এনটিএফপি) বনজ দ্রব্য যার বিশ্বব্যাপী চাহিদা রয়েছে। এটি একটি লতাজাতীয় পাম গাছ যা আসবাব পত্র তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেতের তৈরি পণ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয়ভাবে বেতের পণ্যের স্থায়ী বাজার গড়ে উঠেছে যার ফলে এর আহরণের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে সাত প্রজাতির বেত উৎপাদিত হচ্ছে বলে জানা যায়। বেত বনাঞ্চল এবং লোকালয়েও জন্মায়। বেত বনাঞ্চলে গাছের নীচে ছায়াযুক্ত স্থানে ভাল জন্মে এবং গাছের নিম্ন-স্তর তৈরি করে।

- সাধারণভাবে প্রকল্প থেকে পূর্ব-নির্বাচিত কোন ধরণের আয়বর্ধক কাজের প্রসারে সহায়তা করা হবে না কারণ প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য নির্ধারিত বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসরণ না করে বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচি নির্বাচন করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হবে। সুতরাং প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিকল্প আয়বর্ধক কর্মসূচি নির্বাচনের পূর্বে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ জনগণের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। তবে নিচের তালিকা অনুযায়ী বন বহির্ভূত ও বন নির্ভর আয়বর্ধক কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে:

    - বনে ও বসতবাড়িতে গাছের নিচে আন্ডারপ্ল্যান্টিং করে অ-কাঠ জাতীয় বনজদ্রব্য উৎপাদন;
    - নার্সারিতে বিভিন্ন জাতের চারা যেমন - কাঠ, ফলদ, শাক-সবজি, ফুল, জ্বালানী কাঠ, পশুখাদ্য, ঔষধি এবং অন্যান্য অ-কাঠ জাতীয় গাছের চারা উৎপাদন;
    - প্রযোজ্য স্থানে টেকসই মাছ চাষ;
    - জ্বালানী বান্ধব চুলা, বায়োগ্যাস, কেরোসিন স্টোভ, ক্ষুদ্র ইলেক্ট্রনিকস্ এর সেবাপ্রদানকারী/টেকনিশিয়ান;
    - বাঁশ ও বেতের তৈরি পণ্য ভিত্তিক কুটির শিল্প ও হস্ত শিল্প;
    - ক্ষুদ্র কাঠ প্রক্রিয়াজাতকরণ/কারুকার্যবিশিষ্ট আসবাবপত্রের কারখানা।

কিন্তু প্রকল্প থেকে কোন অবস্থায় নীচের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত বিকল্প আয়বর্ধক কাজে কোন অর্থায়ন করা হবে না:

- বনের প্রতিবেশ নিবিড়ীকরণ ও বহুমুখীকরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী (যেমন-একক প্রজাতির বাগান সৃজন);
- জীববৈচিত্র্য ধ্বংসকারী (যেমন- আগ্রাসী প্রজাতির বাগান সৃজন);
- স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি বৃদ্ধি করে (ভূমি ক্ষয় বৃদ্ধি করে বা কার্বন মজুদ সম্ভাবনা হ্রাস করে এরূপ প্রজাতি নির্বাচন ইত্যাদি);
- সরকারি বনভূমিকে ভিন্ন কাজে রূপান্তরে সহায়তা করে (বনের অভ্যন্তরে বিকল্প আয়বর্ধক কার্যক্রম বাস্তবায়ন);
- প্রতিবেশ প্রক্রিয়ার জন্য ক্ষতিকর (বাগান সৃজনের পূর্বে আগাছা পোড়ানো);
- দরিদ্র ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে প্রান্তিকীকরণ (প্রথাগতভাবে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মালিকানাধীন বা দখলীয় ভূমিতে বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর্মসূচি বাস্তবায়ন);
- জেন্ডার বৈষম্য বৃদ্ধি (জেন্ডার স্পর্শকাতরতা বিবেচনা না করে সিএফএমসি গঠন বা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন)
- উচ্চমাত্রায় পরিবেশ দূষণের ঝুঁকিগ্রস্থ (রং করা এ জাতীয় কাজ)।

টেবিল- ১: প্রকল্পের বিনিয়োগ ও ফলাফল থেকে জীবিকা উন্নয়ন সুযোগের সম্ভাব্য অংশ

ক্রমিক নং	কর্মসূচি/কার্যক্রমসমূহ	প্রতি হেক্টরে চারার সংখ্যা	প্রকল্পের বিনিয়োগ (Investment)						প্রকল্পের ফলাফল (Outcome)							কো-বেনেফিট সম্পর্কিত আয়
			সহব্যবস্থাপনামূলক বন ও রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ			বিকল্প আয়বর্ধক কাজে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি			বন থেকে বনজ সম্পদ আহরণ				আয়বর্ধক তহবিল ব্যবহার করে সৃষ্ট জীবিকা উন্নয়ন কার্যক্রম			
			অবক্ষয়িত ও বৃক্ষশূন্য বনভূমি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি			বিকল্প আয়বর্ধক কাজের তহবিল থেকে জীবিকা উন্নয়নের সুযোগ		কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল	প্রতিবেশ নিবিড়করণ		প্রতিবেশ বহুমুখীকরণ		বনজ সম্পদ আহরণ ব্যতিরেকে			
			বনায়ন ও পুনঃবনায়নে প্রয়োজনীয় শ্রমিক	কমিউনিটি পেট্রোলিং	আন্ডারপ্ল্যান্টিং	প্রশিক্ষণ ও ব্যবসা	ভ্যালু চেইন ও মার্কেট		বার্ষিক/দ্বি-বার্ষিক আহরণ	দীর্ঘমেয়াদী আহরণ	বার্ষিক/দ্বি-বার্ষিক আহরণ	দীর্ঘমেয়াদী আহরণ	পরিবেশ পর্যটন	ব্যবসা	[illegible] ও মার্কেট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	পাহাড়ী বন															
১	পাহাড়ী বন: এনরিচমেন্টসহ এএনআর বাগান	@৫০০	১০-১৫%	-	-	১০-১৫%	-	১-২%	-	২০-২৫%	-	-	২৫-৩০%	২৫-৩০%	২০-২৫%	১০-১৫%
২	পাহাড়ী বন: স্ট্যান্ড ইমপ্রুভমেন্ট	@ ১৫০০	২৫-৩০%	-	১০-১৫%	-	১০-১৫%	১-২%	-	-	১০-১৫%	২০-২৫%	-	২৫-৩০%	২৫-৩০%	১০-১৫%
৩	পাহাড়ী বন: এনরিচমেন্ট বাগান	@ ১৫০০	২৫-৩০%	-	১০-১৫%	১০-১৫%	-	১-২%	১০-১৫%	১৫-২০%	১০-১৫%	২৫-৩০%	১০-১৫%	১০-১৫%	৫-১০%	১০-১৫%
৪	পাহাড়ী বন: মিশ্র বাগান (দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতি)	@ ২৫০০	৪০-৪৫%	-	২০-৩০%	১০-১৫%	-	১-২%	৫-১০%	২০-২৫%	-	-	-	২৫-৩০%	১০-১৫%	৫-১০%
৫	পাহাড়ী বন: মিশ্র বাগান (ধীর বর্ধনশীল প্রজাতি)	@২৫০০	৪০-৫০%	-	-	১০-১৫%	-	১-২%	১৫-২০%	-	-	-	-	২০-২৫%	-	৫-১০%
৬	পাহাড়ী বন: ঔষধি গুল্ম বাগান	@ ২৫০০	-	-	৪০-৪৫%	১০-১৫%	১০-১৫%	১-২%	২০-২৫%	-	২০-২৫%	১৫-২০%	৫-১০%	-	৫-১০%	-
৭	পাহাড়ী বন: বেত বাগান	@ ১০০০	-	-	১৫-২০%	১৫-২০%	১৫-২০%	১-২%	১০-১৫%	-	-	-	-	৩০-৩৫%	-	-
৮	পাহাড়ী বন: ঔষধি বৃক্ষের বাগান	@ ২৫০০	৪০-৫০%	১০-১৫%	-	১০-১৫%	-	১-২%	-	-	২০-২৫%	১০-১৫%	-	১০-১৫%	-	-
৯	পাহাড়ী বন: বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির বাগান	@ ২৫০০	৪০-৫০%	-	-	২০-২৫%	-	১-২%	-	-	-	-	-	১০-১৫%	-	৫-১০%
১০	পাহাড়ী বন: বাঁশ বাগান	@ ৬২৫	-	-	১০-১৫%	-	১০-১৫%	১-২%	৩০-৩৫%	-	-	-	-	২০-২৫%	২০-২৫%	-
১১	পাহাড়ী বন: মুর্তা বাগান	@ ৪৪৪৪	-	-	৩০-৩৫%	-	১০-১৫%	১-২%	৩০-৩৫%	-	-	-	-	১০-১৫	-	
১২	পাহাড়ী বন: সেগুন বাগিচা ব্যবস্থাপনা	@ ১০০০	১৫-২০%	-	-	১০-১৫%	-	১-২%	-	২০-২৫%	-	-	-	১৫-২০%	-	-
	বন্যপ্রাণীসহ রক্ষিত এলাকা															
১৩	রক্ষিত এলাকা: রক্ষিত এলাকা ও বন্যপ্রাণী করিডোর উন্নয়ন	@ ১৫০০	২৫-৩০%	-	-	১০-১৫%	-	১-২%	-	-	-	-	৪০-৪৫%	১০-১৫%	-	১০-১৫%
১৪	রক্ষিত এলাকা: বন্য প্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন	@ ১৫০০	২৫-৩০%	-	-	১০-১৫%	-	১-২%	-	-	-	-	৪০-৪৫%	১০-১৫%	-	১০-১৫%
	সমতল ভূমির শালবন															
১৫	শালবন: শালের সহযোগী প্রজাতি দিয়ে এনরিচমেন্ট বাগান	@ ১৫০০	২৫-৩০%	-	১০-১৫%	-	১০-১৫%	১-২%	-	-	১০-১৫%	২০-২৫%	-	২৫-৩০%	২৫-৩০%	১০-১৫%
১৬	শালবন: মিশ্র বাগান (দ্রুতবর্ধনশীল প্রজাতি)	@ ২৫০০	৪০-৪৫%	-	২০-৩০%	১০-১৫%	-	১-২%	৫-১০%	২০-২৫%	-	-	-	২৫-৩০%	১০-১৫%	৫-১০%

ক্রমিক নং	কার্যাবলি/কার্যক্রমসমূহ	প্রতি হেক্টরে চারার সংখ্যা	প্রকল্পের বিনিয়োগ (Investment)						প্রকল্পের ফলাফল (Outcome)								কো-ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত সঞ্চয়
			সহযোগিতামূলক বন ও রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ			বিকল্প আয়বর্ধক কাজে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি			বন থেকে বনজ সম্পদ আহরণ				আয়বর্ধক তহবিল ব্যবহার করে পুষ্টিত জীবিকা উন্নয়ন কার্যক্রম			
			অবক্ষয়িত ও বৃক্ষশূন্য বনভূমি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি			বিকল্প আয়বর্ধক কাজের তহবিল থেকে জীবিকা উন্নয়নের সুযোগ		কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল	প্রতিবেশ নিবিড়করণ		প্রতিবেশ বহুমুখীকরণ		বনজ সম্পদ আহরণ ব্যতিরেকে			
			বনায়ন ও পুনর্বনায়নে প্রয়োজনীয় শ্রমিক	কমিউনিটি পেট্রলিং	[illegible]	প্রশিক্ষণ ও ব্যবসা	ভ্যালু চেইন ও মার্কেট		বার্ষিক/দ্বি-বার্ষিক আহরণ	দীর্ঘমেয়াদী আহরণ	বার্ষিক/দ্বি-বার্ষিক আহরণ	দীর্ঘমেয়াদী আহরণ	পরিবেশ পর্যটন	ব্যবসা	ভ্যালুচেইন ও মার্কেট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১৭	শালবন: লাইন সোয়িং পদ্ধতিতে উচ্চ উৎপাদনশীল (শালের সহযোগী প্রজাতি দিয়ে) বাগান	@ ১৫০০	২৫-৩০%	-	১০-১৫%	-	১০-১৫%	১-২%	-	-	১০-১৫%	২০-২৫%	-	২৫-৩০%	২৫-৩০%	১০-১৫%
১৮	শালবন: শাল কপিস ব্যবস্থাপনা	@ ১০০০	১৫-২০%	-	-	১০-১৫%	-	১-২%	-	২০-২৫%	-	-	-	১৫-২০%	-	-
১৯	শালবন: বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির বাগান	@ ১৫০০	২৫-৩০%	-	-	২০-২৫%	-	১-২%	-	-	-	-	-	১০-১৫%	-	৫-১০%
২০	শালবন: [illegible] বাগান	@ ৪৪৪৪	৪০-৪৫%	-	-	-	১০-১৫%	১-২%	২৫-৩০%	-	-	-	-	৩০-৩৫%	১০-১৫%	-
২১	শালবন: ঔষধি বাগান	@ ২৫০০	-	-	৪০-৪৫%	১০-১৫%	১০-১৫%	১-২%	২০-২৫%	-	২০-২৫%	১৫-২০%	৫-১০%	-	৫-১০%	-
২২	শালবন: বেত বাগান	@ ১০০০	-	-	১৫-২০%	১০-১৫%	১০-১৫%	১-২%	১০-১৫%	-	-	-	-	৩০-৩৫%	-	-
২৩	শালবন: বাঁশ বাগান	@ ৬২৫	-	-	১০-১৫%	-	১০-১৫%	১-২%	৩০-৩৫%	-	-	-	-	২০-২৫%	২০-২৫%	-
	উপকূলীয় গ্রীনবেল্ট/ম্যানগ্রোভ															
২৪	ম্যানগ্রোভ: উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বাগান	@ ৪৪৪৪	৪০-৪৫%	৫-১০%	-	২০-২৫%	১০-১৫%	২-৩%	-	২০-২৫%	-	-	-	২০-২৫%	-	১০-১৫%
২৫	ম্যানগ্রোভ: এনরিচমেন্ট বাগান	@ ৩০০	১০-১৫%	৫-১০%	-	৩০-৩৫%	৫-১০%	২-৩%	-	২০-২৫%	-	-	-	৩০-৩৫%	-	১০-১৫%
২৬	ম্যানগ্রোভ: গোলপাতা বাগান	@ ১০০০	১৫-২০%	৫-১০%	-	৩০-৩৫%	৫-১০%	২-৩%	২০-২৫%	-	-	-	-	৩০-৩৫%	-	১০-১৫%
২৭	ম্যানগ্রোভ: [illegible] বাগান	@ ১৫০০	২৫-৩০%	৫-১৫%	-	৪০-৪৫%	১০-১৫%	২-৩%	-	১০-১৫%	-	-	-	২০-২৫%	-	১০-১৫%
২৮	ম্যানগ্রোভ: [illegible] বাগান	@ ২৫০০	৪০-৪৫%	৫-১০%	-	৩০-৩৫%	৫-১০%	২-৩%	২০-২৫%	-	-	-	-	৩০-৩৫%	-	১০-১৫%
	বনভূমির বাইরে বৃক্ষ রোপণ কার্যক্রম (Tree Outside Forest)															
২৯	বনভূমির বাইরে বৃক্ষ রোপণ: বিতরণের জন্য চারা উৎপাদন/ সরকারি জমিতে বনায়ন (হে./কিমি.)	@ ২৫০০/@ ১০০০	১৫-২০%	৫-১০%	-	২৫-৩০%	-	-	-	১০-১৫%	-	-	-	৩০-৩৫%	-	৫-১০%

ক্রমিক নং	কর্মসূচি/কার্যক্রমসমূহ	প্রতি হেক্টরে চারার সংখ্যা	প্রকল্পের বিনিয়োগ (Investment)						প্রকল্পের ফলাফল (Outcome)							কো-ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত সদস্য
			সহব্যবস্থাপনামূলক বন ও রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ			বিকল্প আয়বর্ধক কাজে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি			বন থেকে বনজ সম্পদ আহরণ				আয়বর্ধক তহবিল ব্যবহার করে পুষ্টির জীবিকা উন্নয়ন কার্যক্রম			
			অবক্ষয়িত ও বৃক্ষশূন্য বনভূমি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি			বিকল্প আয়বর্ধক কাজের তহবিল থেকে জীবিকা উন্নয়নের সুযোগ		কমিউনিটি উন্নয়ন তহবিল	প্রতিবেশ নিবিড়করণ		প্রতিবেশ বহুমুখীকরণ		বনজ সম্পদ আহরণ ব্যতিরেকে			
			বনায়ন ও পুনর্বনায়নে প্রয়োজনীয় শ্রমিক	কমিউনিটি পেট্রোলিং	অ্যাডভোকেসি	প্রশিক্ষণ ও ব্যবসা	ভ্যালু চেইন ও মার্কেট		ব্যক্তি/সি. ভিত্তিক আহরণ	দীর্ঘমেয়াদী আহরণ	ব্যক্তি/সি. ভিত্তিক আহরণ	দীর্ঘমেয়াদী আহরণ	পরিবেশ পর্যটন	ব্যবসা	ভ্যালুচেইন ও মার্কেট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
৩০	বনভূমির বাইরে বৃক্ষ রোপণ: বিতরণের জন্য উন্নত মানের প্রোপাগিউল উৎপাদন/নার্সারি ভিত্তিক বনায়ন (হে/কিমি.)	@ ২৫০০/@ ১০০০	১৫-২০%	৫-১০%	-	২৫-৩০%	-	-	-	১০-১৫%	-	-	-	৩০-৩৫%	-	৫-১০%
৩১	বনভূমির বাইরে বৃক্ষ রোপণ: স্ট্রিপ বাগান সৃজন (হেক্টর/কিমি.)	@ ১০০০	১৫-২০%	৫-১০%	-	২০-২৫%	-	-	-	১০-১৫%	-	-	-	৩০-৩৫%	-	৫-১০%
৩২	বনভূমির বাইরে বৃক্ষ রোপণ: বসতবাড়ি উপজেলা	১ লক্ষচারা	১৫-২০%	৫-১০%	-	২০-২৫%	-	-	-	১০-১৫%	-	-	-	৩০-৩৫%	-	৫-১০%

৭.০ প্রকল্পের আওতায় বন সংরক্ষণ ও বন পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদ্ধতি

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার আওতায় উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা নতুন চরসহ অবক্ষয়িত ও বৃক্ষশূণ্য প্রায় ৭৯,০০০ হেক্টর বনভূমি পুনরুদ্ধার ও বনায়নের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। প্রধান কৌশলগুলো হলঃ (ক) এসিস্টেড ন্যাচারাল রিজেনারেশন (এএনআর) যেখানে বাগানের ২০% পর্যন্ত চারাশূণ্য স্থান পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে, (খ) এনরিচমেন্ট প্ল্যান্টিং যেখানে চারাশূণ্য এলাকার পরিমাণ আরও বেশী হবে এবং ৬০% পর্যন্ত শূণ্যস্থান পূরণ করা প্রয়োজন হবে, (গ) বৃক্ষশূণ্য এলাকায় ধীর বর্ধনশীল ও দ্রুত বর্ধনশীল দেশীয় প্রজাতির বাগান সৃজন। পুনবনায়ন/বাগান সৃজন কর্মসূচিতে বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ এবং একই সাথে বন্যপ্রাণীর বাসস্থান ও করিডোর উন্নয়নও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

ভূমির অবস্থা এবং স্থানীয় জনগণের আগ্রহ বিশেষতঃ উন্নত প্রতিবেশ পরিষেবার মাধ্যমে তাদের জীবিকা উন্নয়নের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য আন্ডারপ্ল্যান্টিং হিসেবে বাঁশ, বেত, মূর্তা ও ঔষধি উদ্ভিদ রোপণ করা হবে।

প্রকল্পের বিনিয়োগ এবং ফলাফল থেকে জীবিকা উন্নয়ন সুযোগের সম্ভাব্য ফলাফলের বিষয়ে ধারণা টেবিল-৩ এ দেখানো হয়েছে:

৭.১ স্থানভিত্তিক পরিকল্পনা (এসএসপি)

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার অধীনে সকল বনায়ন/পুনবনায়নের পূর্বে স্থান ভিত্তিক পরিকল্পনা (এসএসপি) তৈরি করা হবে। সংশ্লিষ্ট বন বিটের সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট বিটের বন কর্মকর্তাগণের তত্ত্বাবধানে এসএসপি তৈরি করা হবে। প্রতিটি প্রস্তাবিত বনায়ন স্থানের প্রকৃত চাহিদার (actual site requirement) ভিত্তিতে এসএসপি থেকে বনায়নের ধরণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এসএসপি মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচি সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের সাথে পরামর্শের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবেও গণ্য হবে।

স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ করে এসএসপি তৈরির সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি ঠিক করার বিষয়ভিত্তিক চেকলিষ্ট নিচে দেয়া হলঃ

ক) সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার জন্য অংশীজন (Stakeholder) নিয়োগ

- আগ্রহ, প্রভাব এবং ঝুঁকি সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য অংশীজন বিশ্লেষণ
- অংশীজনদের পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণের মাত্রা
- সম্ভাব্য বিরোধ এবং সমাধান।

খ) সুরক্ষা নীতিমালা বিবেচনা করা

- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বা অন্যান্য প্রথাগত সম্প্রদায় যাদের সমষ্টিগত সংযুক্তি রয়েছে তাদের জন্য যে সমস্ত কারণে সুরক্ষা বিষয়াদি প্রযোজ্য এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি;
- বন পুনঃপ্রতিষ্ঠা কার্যক্রমের ফলে ঝুঁকিগ্রস্থ দলের বস্তুগত বা অ-বস্তুগত জীবিকার অবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাবের ঝুঁকি বা তাদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি;
- নারী-পুরুষের মধ্যে অসমতা অথবা নারী বা বালিকাদের জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব;
- সাংস্কৃতিক অধিকার, প্রথাগত কাঠামো ও মূল্যবোধসহ সামাজিক কাঠামোর উপর ঝুঁকি;
- নারীদের জন্য সম্ভাব্য সুযোগসমূহ নিশ্চিত করা এবং সময়োপযোগী আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগত কল্যাণের বিষয়াদির উন্নয়ন;

- সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহের নিরাপত্তা বিধান যেমন- কোন জাতি, জনসাধারণ বা সম্প্রদায়ের প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, শৈল্পিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক বা প্রতিকী মূল্যবোধের সাথে বস্তুগত, স্থাবর বা অস্থাবর সাংস্কৃতিক সম্পদের নিরাপত্তা;
- বিধি-নিষেধ আরোপের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ দলসমূহের প্রাক অবহিতকরণ ও সম্মতি গ্রহণ ;
- বিরূপ প্রভাবসমূহ প্রশমনের সম্ভাব্য পদক্ষেপ;
- তথ্যের ঘাটতি মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা;
- সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সম্পন্ন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বা সাংস্কৃতিক সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আর্থিক উপকারসমূহ ব্যবহারের প্রসার বা উন্নয়নের সুযোগ।

গ) সামাজিক এবং পরিবেশগত প্রভাব

- পুনর্বাসন, স্থান পরিবর্তন, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারের উপর বিধি-নিষেধ, মানবাধিকার, প্রথাগত অধিকার, সামাজিক সংহতি, মানুষ-বন্যপ্রাণীর দ্বন্দ্ব, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি সংক্রান্ত সামাজিক ঝুঁকি;
- বায়ু/পানি দূষণ, কীটনাশকের ব্যবহার, গ্রীন-হাউস গ্যাস নিঃসরণ, মাটির অবক্ষয় ইত্যাদি বিষয়ক পরিবেশ ঝুঁকি এবং আন্তঃসীমানা পর্যায়ে ভূ-প্রকৃতির উপর বৃহত্তর প্রভাবসহ মাটি ক্ষয় বা পলি জমা হওয়া;
- পানি প্রবাহ, পানির গুণগত মান, নদী, ভূগর্ভস্থ জলাধার পুনভরণ, পলিস্তর বৃদ্ধি, পানি বিজ্ঞান, পানি দূষণ ইত্যাদির উপর প্রভাব;
- প্রতিবেশ প্রতিক্রিয়া ও পরিষেবাসমূহের উপর প্রভাব;
- সামাজিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত ঝুঁকি প্রশমন।

ঘ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার

- জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের সম্ভাব্য হুমকী এবং প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারে প্রতিকূলতা;
- স্থানীয় জনগণের কাছে অতি মূল্যবান এরূপ জীববৈচিত্র্য এলাকার উপর প্রভাব;
- বিদেশী ও আগ্রাসী বৃক্ষ প্রজাতি ব্যবহারের সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং জীবিকার উপর প্রভাব;
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তার মাধ্যমে জীবিকা উন্নয়নের সম্ভাব্য সুবিধাসমূহ।

ঙ) জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি

- সংশ্লিষ্ট এলাকার সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকিসমূহ (বন্যা, খরা, ভূমিধ্বস, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির প্রবণতা);
- জনগণের জীবিকার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনগণের ঝুঁকি (vulnerability) ও প্রতিবেশের পরিবর্তন;
- প্রকল্পের আওতায় গৃহীত পদক্ষেপের (intervention) কার্যকারিতা ও স্থায়ীত্বের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন এবং প্রশমনের উপকারীতা;

- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় জনগণের এবং প্রতিবেশের অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগসমূহ।

প্রতিটি এসএসপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যা অন্তর্ভুক্ত হবে-

- বিট এলাকার বিবরণ ও ম্যাপ;
- এসএসপি তৈরির উদ্দেশ্য;
- প্রজাতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনগণের সাথে পরামর্শ;
- বাগানের ধরণ নির্বাচন এবং বাগান সৃজনের খরচ প্রাক্কলন;
- সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকি নিরূপণ এবং প্রশমনের ব্যবস্থা গ্রহণ (ESMF screening checklist এর ভিত্তিতে)।

৭.২ এসএসপি-র গুণগত মান নিশ্চিতকরণ এবং জবাবদিহিতা

স্ব স্ব অধিক্ষেত্রাধীন বন বিভাগসমূহে এসএসপি তৈরির গুণগত মান এবং এসএসপি বাস্তবায়ন অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণ দায়ী থাকবেন। তৃতীয় পক্ষ পরিবীক্ষণের জন্য নিয়োজিত একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান দৈবচয়ন পদ্ধতিতে রেফারেন্স বা বেস লাইন হিসেবে কিছু তৈরিকৃত পরিকল্পনা (এসএসপি) নির্বাচন ও পরিবীক্ষণ করবে। তৃতীয় পক্ষ পরিবীক্ষণ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বন কর্মকর্তাগণ যার যার অধিক্ষেত্রে তৈরিকৃত এসএসপি-র অন্ততঃ ১৫% যাচাই করবেন। এসএসপি-র সফলতা কার্যক্রম চলাকালীন নিয়মিত যাচাই পূর্বক প্রতিক্রিয়া প্রদান এবং মাঠ পর্যায়ের বিট স্টাফদের সাথে ঘন ঘন সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদানসহ উত্তম চর্চাগুলো নিয়ে নিয়মিত আলোচনার উপর নির্ভর করবে।

সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার আওতায় নতুন জেগে উঠা চরে বনায়নসহ অবক্ষয়িত এবং বৃক্ষশূণ্য বন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হবে। বনায়নের প্রধান এলাকাগুলো হল:

- পাহাড়ী বন (পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা বাদে)
- দেশের মধ্য অঞ্চলে অবস্থিত সমতল ভূমির শালবন
- উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা নতুন চর, এবং
- **বন বহির্ভূত এলাকার বাইরে বৃক্ষরোপণ (Tree outside Forest).**

৭.৩ পাহাড়ী বন

৭.৩.১ সহায়তামূলক প্রাকৃতিক পুনজন্ম (Assisted Natural Regenerartion)

যে সব বনভূমিতে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো প্রচুর চারা লক্ষ্য করা যায় কিন্তু চারাগুলো বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে বেড়ে উঠতে বা টিকে থাকতে না পারায় বাগান এলাকায় সমভাবে চারা জন্মায়না, এ ধরণের বনে গাছের পুনমজুত গড়ে তুলতে আগাছা পরিষ্কারসহ সর্বোচ্চ ৫০০টি চারা বা অন্য উপকরণ প্রয়োজন হবে এবং সেখানে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে। এ ধরণের বাগান এলাকায় মিশ্র প্রজাতির চারা রোপণ প্রাধান্য পাবে এবং আশেপাশে প্রকৃতিকভাবে বিদ্যমান প্রজাতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

এক ও দুই বছর বয়সী এএনআর বাগানে তিনবার আগাছা বাছাই করা হবে। ৩য় ও ৪র্থ বছর দুইবার আগাছা বাছাই এবং ৫ম বছর একবার লতা কাটা হবে। বাগান সৃজনের ২য় বছর ২০% শূণ্যস্থান পূরণ এবং কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করা হবে।

৭.৩.২ স্থানীয় প্রজাতি দিয়ে গাছের মজুত বৃদ্ধি (Stand Improvement with Indigenous Species)

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর আওতায় প্রধানতঃ আকাশমণি প্রজাতি ব্যবহার করে কিছু বাগান সৃজন করা হয়েছিল এবং বর্তমানে এসব বাগানের গাছ বাজারজাতকরণ উপযোগী হওয়ায় আহরণের অপেক্ষায় আছে। এ সব বাগান এলাকা সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে আকাশমণি গাছগুলো প্রধানতঃ দেশীয় মিশ্র প্রজাতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে মজুত বৃদ্ধি (Stand Improvement) করা হবে।

বাগান সৃজনের পর দ্রুত ও ধীরে বর্ধনশীল প্রজাতির বাগানের মত রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। ১ম ও ২য় বছর বাগানে তিনবার এবং ৩য় ও ৪র্থ বছর দু'বার আগাছা বাছাই করা হবে এবং ৫ম বছর একবার লতা কাটা হবে। বাগান সৃজনের ২য় বছর ২০% শূণ্যস্থান পূরণ এবং কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করা হবে।

৭.৩.৩ সমৃদ্ধকরণ বাগান (Enrichment Plantation)

যে সব বন এলাকার কিছু কিছু অংশ চারাশূণ্য কিন্তু সেখানে বিদ্যমান প্রত্যাশিত পরিপক্ক গাছের বীজ দ্বারা ঐ চারাশূণ্য এলাকাগুলো প্রাকৃতিকভাবে পুনর্বাসনের সুযোগ কম, সেখানে উপযুক্ত স্থানীয় প্রজাতি দিয়ে এনরিচমেন্ট বাগান সৃজন করা হবে। এই পদ্ধতিতে প্রতি হেক্টরে ২মি. × ২মি. দূরত্বে ৫০০ থেকে ১৫০০ চারা রোপণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় যে সব প্রজাতি ভাল জন্মায় সে সব প্রজাতি রোপণে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বন এলাকার সাথে প্রজাতির site matching এর মাধ্যমে প্রজাতি নির্বাচন করা হবে তবে একক প্রজাতি এবং বিদেশী প্রজাতি পরিহার করা হবে।

এক ও দুই বছর বয়সী এনরিচমেন্ট বাগানে তিনবার এবং ৩য় ও ৪র্থ বছর দু'বার আগাছা বাছাই করা হবে। ৫ম বছর একবার লতা কাটা হবে। বাগান সৃজনের ২য় বছর ২০% শূণ্যস্থান পূরণ করা হবে এবং কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করা হবে।

৭.৩.৪ পুনবনায়ন (Reforestation)

যে সব বনভূমি এখন প্রায় বৃক্ষশূণ্য বা পুরো এলাকার বৃক্ষাচ্ছাদন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে এবং খালি অবস্থায় পড়ে আছে বা ঝোপ-ঝাড় ও অপ্রত্যাশিত প্রজাতির জঙ্গলে পরিণত হয়েছে, সেখানে পুনবনায়ন করা হবে। পুনবনায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হল দ্রুত বর্ধনশীল এবং ধীরে বর্ধনশীল স্থানীয় প্রজাতি দিয়ে এ সব বন এলাকার বৃক্ষাচ্ছাদন ফিরিয়ে আনা। এলাকার মাটির উপযুক্ততা ও অবস্থানের ভিত্তিতে এ সব বন এলাকায় স্বল্প মেয়াদী বা দীর্ঘ মেয়াদী বাগান সৃজন করা হবে।

(ক) দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতির মিশ্র বাগান (Mixed Plantation with Fast Growing Species)

অবক্ষয়িত এবং মাটির অবস্থা ইতোমধ্যে যথেষ্ট অবনতি হয়েছে, এরূপ বন ভূমিতে দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতির মিশ্র বাগান সৃজন করা হবে। প্রত্যাশিত দেশীয় প্রজাতির তালিকা থেকে দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতির উপযুক্ত মিশ্রন করে

বাগান সৃজন করা হবে। ২মি. × ২মি. দূরত্বে প্রতি হেক্টরে ২৫০০ চারা রোপণ করা হবে। এই ধরণের বাগান সৃজনের প্রধান উদ্দেশ্য হল অবক্ষয়িত বন এলাকায় দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতি দিয়ে বনায়ন করে দ্রুত ছোট কাঠ (small wood) উৎপাদন করা।

(খ) ধীরে বর্ধনশীল প্রজাতির মিশ্র বাগান (Mixed Plantation with Slow Growing Species)

এই পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত ভাল মাটির গুণাগুন সম্পন্ন বন এলাকায় বাগান সৃজন করা হবে। এ ধরনের বনায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রকৃত অর্থে বন তৈরি করা। এ ধরণের বাগানের প্রধান প্রধান প্রজাতি হবে গর্জন (*Dipterocarpus spp.*), শাল (*Shorea robusta*), ঢাকি জাম (*Eugenia grandis*), তেলসুর (*Hopea odorata*), চম্পা (*Michelia exelca*), মেহগনী (*Swietenia mahagoni*), চিকরাশি (*Chikrassia tabularis*), জারুল (*Lagerstroemia speciosa*), সিভিট (*Swintonia floribunda*), বাঁশপাতা (*Podocarpus neriifolia*), পুতিজাম (*Syzygium fruticosum*), আমলকি (*Phyllanthus emblica*), বহেড়া (*Terminalia belerica*), হরিতকি (*Terminalia chebula*), হলদু (*Adina cordifolia*), নিম (*Melia azadirach*), চাপালিশ (*Artocarpus chaplasha*), নাগেশ্বর (*Mesua nagssarium*), কামদেব (*Calophyllum polyanthum*) ইত্যাদি। বাংলাদেশে ১৫০ বছর ধরে সেগুন বাগান সৃজন করা হচ্ছে, তাই কিছু এলাকায় উপযুক্ত মাটিতে সেগুন বাগান সৃজন করা যেতে পারে তবে স্থানীয় প্রজাতির সাথে মিশ্রন করে এবং যা ২৫% এর বেশী হবে না। এ ছাড়া প্রজাতি মিশ্রনে স্থানীয় প্রজাতির লিগুমিনাস কড়ই প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এ পদ্ধতিতে প্রতি হেক্টরে ২৫০০ চারা রোপণ করা হবে এবং ৫ বৎসর পর মেকানিক্যাল থিনিং এর মাধ্যমে অর্ধেক চারা অপসারন করা হবে। দীর্ঘ মেয়াদী বাগানসমূহ 'সিলেকশন কাম ইমপ্রুভমেন্ট' পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনা করা হবে এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর নিয়মিতভাবে অন্তরবর্তীকালীন ফেলিং এর মাধ্যমে শুধুমাত্র অধিকতর ব্যবহারোপযোগী গাছগুলো আহরণ করা হবে এবং এতে রেখে দেয়া অন্যান্য গাছগুলো যথাযথ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় স্থান ও সুযোগ পাবে।

৭.৩.৫ ঔষধি বৃক্ষের বাগান সৃজন (Plantation with Medicinal Species)

বনের কিছু কিছু বৃক্ষ প্রজাতি এ্যালোপ্যাথিক ঔষধসহ প্রথাগত ঔষধ তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং ঔষধ শিল্পে এগুলোর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। ফলে দেশের বনাঞ্চল থেকে এসব প্রজাতি অতিরিক্ত আহরণের কারণে এগুলো বিরল হয়ে উঠছে। যদিও ধীরে বর্ধনশীল মিশ্র বাগানে এসব প্রজাতি রোপণ করা হবে তবুও ঔষধি প্রজাতির জন্য পৃথক ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে নতুন বাগান সৃজন কর্মসূচিতে উচ্চ অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন ঔষধি বৃক্ষের বাগান সৃজন নিশ্চিত করার জন্য একটি নতুন কম্পোনেন্ট অন্তর্ভুক্ত করে বনকে মূল্যবান ঔষধি বৃক্ষে সমৃদ্ধ করে তোলা যায়। এই ধরনের বৃক্ষের তালিকায় রয়েছে: অর্জুন (*Terminilia arjuna*), আমলকি, হরিতকি, আমড়া, অশোক, চালমুগড়া, দেবদারু, বহেরা, গামার, নাগেশ্বর, নিম (*Melia azadirach)*, নিশিন্দা, শিমুল, তেজপাতা, তেতুল (*Terminila indica*), পাথরকুচি, সাদা চন্দন ইত্যাদি। ঔষধি বাগানে ১ম ও ২য় বছর তিনবার আগাছা পরিষ্কার করা হবে। ৩য় ও ৪র্থ বছর দু'বার আগাছা পরিষ্কার এবং ৫ম বছর একবার লতা কাটা হবে। বাগান সৃজনের ২য় বৎসর ২০% শূণ্যস্থান পূরণ করা হবে এবং কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করা হবে।

৭.৩.৬ বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির বাগান (Plantation with Rare and Endangered Species)

পাহাড়ী বনের অনেক প্রজাতি এখন বিরল ও বিপন্ন হয়ে গেছে। এ প্রজাতিগুলো যাতে দেশের বনাঞ্চল থেকে বিলুপ্ত না হয়ে যায় তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। বনায়ন কর্মসূচিতে এ সব প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এইসব প্রজাতির দুষ্প্রাপ্যতার জন্য বিশেষ দৃষ্টি প্রয়োজন হবে, নার্সারিতে এ সব দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির চারা উৎপাদনের জন্য আলাদা মনোযোগ ও অর্থের প্রয়োজন হবে। এ ধরনের উল্লেখযোগ্য প্রজাতি হল,

বৈলাম (*Anisoptera scaphula*), মিরিয়াম (*Bouea oppositifolia*), মুস (*Brownlowia elata*), ধুপ (*Canarium resiniferum*), তেজমাটান (*Cinnamomum iners*), কলীগোটা (*Cordia dichotoma*), বাইট্টাগর্জন (*Dipterocarpus costatus*), চালমুগড়া (*Hydnocarpus kurzii*), সিধা জারুল (*Lagerstroemia parviflora*), রক্তন (*Lophopetalum wightianum*), উরিয়াম (*Mangifera sylvatica*), তালি দুধি (*Palaquium polyanthum*), বাঁশপাতা (*Podocarpus neriifolius*), বৃক্ষ নারিকেল (*Pterygota alata*), সাম্পান (*Scaphium Scaphigerum*), জয়না (*Schleichera leosa*), আম চন্দুল (*Swintonia floribunda*), বাজনা (*Zanthoxylum rhetsa*), পিতরাজ (*Aphanamixis polystachya*), চাপালিশ (*Artocarpus chama*), বর্তা (*Artocarpusl Lacucha*), পলাশ (*Butea monosperma*), পনিয়াল (*Calophyllum inophyllum*), বান্দর লাঠি (*Cassia fistula*), পবা (*Chukrassia tabularis*), হারগোজা (*Dillenia pentagyna*) এবং বান্দরহলা (*Duabunga grandiflora*) ইত্যাদি। এ সব প্রজাতির গাছপালা বাড়ানোর জন্য উন্নতমানের বীজ সংগ্রহের প্রচেষ্টা নেয়া হবে। প্রয়োজনে অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করা হবে। এ ধরণের বাগানে ১ম ও ২য় বছর তিনবার এবং ৩য় ও ৪র্থ বছর দু'বার আগাছা পরিষ্কার করা হবে। ৫ম বছর একবার লতা কাটা হবে। বাগান সৃজনের ২য় বৎসর ২০% শূণ্যস্থান পূরণ করা হবে এবং কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করা হবে।

বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির বাগান সৃজনের জন্য বীজ বাগান, আরবোরেটাম ও সিড ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা হবে। বন বিভাগের সহায়তায় বিএফআরআইকে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের অনুরোধ করা হবে।

(ক) বীজ বাগান (Seed Orchard)

বীজ বাগান হল বিশেষভাবে স্থাপিত বাগান যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে উচ্চ বংশগতির উন্নত মানের বীজ উৎপাদন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় প্লাস ট্রি চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণের পাশাপাশি প্রত্যেক বন বিভাগে ২৫ হেক্টরের ২টি করে প্রত্যাশিত প্রজাতির সীড অরচার্ড স্থাপন করা হবে। কাংঙ্খিত প্রজাতির উন্নত বীজ ও অঙ্গজ রোপণ উপকরণ দিয়ে বীজ বাগান স্থাপন করা হবে। এ ছাড়াও প্রয়োজনীয় জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে সকল সামাজিক বনায়ন নার্সারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫ হেক্টর করে বীজ বাগান সৃজন করা হবে। এ সব বাগান সৃজনের উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যতে মান সম্পন্ন বাগান সৃজনের জন্য উন্নত মানের বীজের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

(খ) আর্বোরেটাম (Arboratum)

প্রকল্পের অর্থায়নে একটি আর্বোরেটাম স্থাপন করা হবে যেখানে প্রতিটি প্রজাতির কমপক্ষে ৫০টি করে গাছ রোপণ করা হবে এবং যত্ন নেয়া হবে। আররবোরেটাম এর জন্য প্রজাতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেশে যে সব প্রজাতির অধিক অভাব রয়েছে সে সব প্রজাতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। আর্বোরেটাম স্থাপনের জন্য যে সব প্রজাতির উন্নত বীজ পাওয়া কঠিন হবে সে সব প্রজাতির অঙ্গজ প্রজননের পদক্ষেপ নেয়া হবে। প্রয়োজনে প্রতিবেশী দেশ থেকে এ ধরণের রোপণ সামগ্রী সংগ্রহ করা হবে।

(গ) সীড ব্যাংক (Seed Bank)

সীড ব্যাংক হল একটি হিমায়িত রুম/ভল্ট যেখানে -২০° সে. তাপমাত্রায় দীর্ঘদিন বীজ মজুদ রাখা হয়। সীড ব্যাংকে উন্নত বীজ গবেষণা ও প্রক্রিয়াকরণ সুবিধাসহ বীজের গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখে হাজার হাজার বীজের নমুনা সংরক্ষণ করা যায়। বীজের গুণগত মান মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যতে জীবন্ত গাছ জন্মানোর প্রয়োজনে এ বীজ ব্যবহার করা হয়। সীড ব্যাংকের উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যত প্রয়োজনের জন্য বীজ সংরক্ষণ করে কোন বন্য প্রজাতিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য 'বীমা পলিসি'-র মত সুবিধা প্রদান করা। সীড ব্যাংক থেকে অল্প পরিসরে, কম খরচে ও কার্যকরভাবে বড় আকারের উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সংরক্ষণের সুযোগ পাওয়া যায়।

৭.৩.৭ কম্পোষ্ট প্রয়োগ করে সেগুন কপিচ ব্যবস্থাপনা (Teak Coppice Management with Compost Fertilizing)

এ পদ্ধতিতে ৩৭০ হেক্টর সেগুন কপিচ বাগান রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। সেগুন মোথায় জন্মানো ভূমির সবচেয়ে নিকটবর্তী সুস্থ ও সবল কপিসটি রেখে অবশিষ্ট কপিসগুলো কেটে ফেলা হবে। ১ম ও ২য় বছর ৩বার করে, ৩য় বছর ২বার আগাছা পরিষ্কার করা হবে এবং ৪র্থ বছর একবার লতা কাটা হবে। ২য় বছর চারার গোড়ায় কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করা হবে।

৭.৩.৮ রক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল এবং করিডোর উন্নয়ন (Improvenet of Wildlife Habitat in PA and Corridor)

নির্বাচিত রক্ষিত এলাকা ও বন্যপ্রাণী করিডোরে (বন্যপ্রাণী চলাচলের পথ) উপযুক্ত প্রজাতির বনায়নের মাধ্যমে বন্যপ্রাণীর আবাস্থল উন্নয়ন করা হবে। এ ধরণের বাগানের উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও বাগান সৃজন ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি রোপিত প্রজাতির ভিত্তিতে হবে।

৭.৪ সমতল ভূমির শালবন পুনঃপ্রতিষ্ঠা (Restoration of Plain Land Sal Forest)

বাংলাদেশের ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, শেরপুর, ঠাকুরগাঁও এবং দিনাজপুর জেলায় সমতল ভূমির শালবন রয়েছে। মানুষের বিভিন্ন ধরণের হস্তক্ষেপ যেমন- জবরদখল, ভূমির মালিকানা সমস্যা, বার বার আগুন লাগা এবং অত্যধিক গো-চারন ইত্যাদি নানাবিধ কারণে শালবনের গুনগত মান বিনষ্ট হয়েছে। এ সব শাল বনের গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সমন্বিত ও উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৭.৪.১ শাল, গর্জন এবং শালের সহযোগী প্রজাতির 'এনরিচমেন্ট' বাগান (Enrichment Plantation by Sal, Garjan and Sal Associates)

শাল বনের যেখানে হেক্টর প্রতি ১৫০০ চারা রোপণের জন্য উপযুক্ত শূণ্যস্থান রয়েছে সেখানে ২মি. x ২মি. দূরত্বে শাল, শালের সহযোগী প্রজাতি ও গর্জন চারা রোপণের মাধ্যমে এনরিচমেন্ট বাগান সৃজন করা হবে। অন্যান্য বাগানের মত বাগান সৃজনোত্তর আগাছা পরিষ্কার, শূণ্যস্থান পূরণ ও কম্পোস্ট সার প্রয়োগ প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

৭.৪.২ নার্স ক্রপসহ সারিতে বীজ বপন করে মজুত বৃদ্ধি (Stand Improvement with Line Sowing and Nurse Crop)

শাল বনের যেখানে ৬০% বৃক্ষশূণ্য যায়গা রয়েছে সে সব বনভূমির পুনঃমজুত গড়ে তোলার লক্ষ্যে সেখানে শাল ও শালের সহযোগী প্রজাতিসমূহ যথা- হলদু, পিতরাজ, কুম্ভি, জারুল, বহেরা ইত্যাদি যে সব প্রজাতি পূর্বে এ এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে জন্মাত, সে সব প্রজাতির বীজ সারিতে বপন করা হবে এবং সাথে নার্স ক্রপের বীজও বপন করা হবে। বিভিন্ন রির্পোটে দেখা যায়, গর্জন এই অঞ্চলে ভাল জন্মায়, তাই গর্জনকে মিশ্রন হিসাবে বিবেচনায় আনা হবে। যে সব স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত বাগান বিদ্যমান সে সব স্থানে মাটির উপযুক্ততা অনুসারে আন্ডারপ্ল্যান্টিং হিসেবে ঔষধি বৃক্ষও রোপণ করা যেতে পারে।

৭.৪.৩ বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির বাগান (Plantation with Rare and Endangered Species)

শাল বনের সম্পূর্ণ বৃক্ষশূণ্য এলাকাসমূহ শাল ও এর সহযোগী যেমন হলদু, পিতরাজ, কুম্ভি, জারুল, বহেরা, জলপাই, উরিআম, গুটগুটিয়া, বকুল, বন কাঞ্চন, মান্দার, জারুল, সাদা করই, কালা করই, তুন, তমাল,

গামার, কনক, পারুল, সাজনা, গর্জন ইত্যাদি প্রজাতির বীজ সারিতে বপন করা হবে। বাগান সৃজনের পর আগুনের প্রকোপ ও গো-চারণ নিয়ন্ত্রণে সতর্কতা অবলম্বন করা হবে। প্রজাতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে অন্ততঃ ২০% শালের সহযোগী বিরল ও বিপন্ন প্রজাতিসমূহ রোপণে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। নিয়মিত আগাছা ও লতাপাতা পরিষ্কার করা হবে। ১ম ও ২য় বছর তিনবার এবং ৩য় ও ৪র্থ বছর দু'বার আগাছা পরিষ্কার করা হবে। ৫ম বছর একবার লতা কাটা হবে। ২য় বৎসর ২০% শূণ্যস্থান পূরণ করা হবে এবং কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করা হবে।

৭.৪.৪ কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করে শাল কপিস ব্যবস্থাপনা

প্রতিটি শালের মোথায় মাটির কাছাকাছি থেকে জন্মানো সুস্থ-সবল এক বা দু'টি কপিস রেখে বাকিগুলো অপসারন করে প্রয়োজনীয় যত্ন, নিরাপত্তা ও কম্পোষ্ট সার প্রয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ফাঁকা যায়গায় শাল ও শালের সহযোগী প্রজাতির চারা রোপণ করা হবে। শুষ্ক মৌসুমে বাগানে যাতে আগুন না লাগে তা নিশ্চিত করা হবে। বাগান সৃজনের পরবর্তী তিন বছর আন্ডারপ্ল্যান্টিং হিসেবে মশলা ও ঔষধি প্রজাতির আবাদ করা যেতে পারে।

৭.৫ উপকূলীয় বনায়ন

এই উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশের উপকূলবর্তী জেলাসমুহের উপকূলীয় এলাকায় নতুন জেগে উঠা চরের ভুমির স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি করা এবং সামুদ্রিক ঝড়ের মোকাবেলার জন্য গাছের নিরাপত্তা ব্যুহ তৈরি করা। নতুন জেগে উঠা চরে লবন সহনশীল ম্যানগ্রোভ প্রজাতি যেমন- কেওরা, বাইন ও গেওয়া দিয়ে বাগান সৃজন করা হবে। সামুদ্রিক ঝড়ের কবল থেকে উপকূলীয় এলাকার জানমাল রক্ষার জন্য উপকূল বরাবর একটি 'সবুজ বেস্টনী' সৃজনে সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে।

৭.৫.১ ম্যানগ্রোভ বাগান

সমুদ্র উপকূল ও দ্বীপসমুহে জেগে উঠা চরের উপযুক্ত স্থানে যেখানে সর্বপ্রথম উড়িঘাসের উপস্থিতির মাধ্যমে ভূমির স্থিতি লক্ষ্য করা যাবে সেখানে নতুন ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন করা হবে। এই কর্মসূচীর আওতায় দেশের বিভিন্ন উপকূলীয় বন বিভাগসমুহে ২১,০৮০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজনের পরিকল্পনা রয়েছে। উপকূল বরাবর জেগে উঠা চরে যেখানে ঢেউয়ের আঘাত সহ্য করার মত বালিহীন পুরু (১৫ সেমি.) পলিস্তর জমা হয়েছে সেখানে কেওড়া (*Sonneratia apetala*), বাইন (*Avicenia spp.*) এবং কিছু বিরল ক্ষেত্রে গেওয়া (*Excoecaria agallochala*) প্রজাতি রোপণ করা হবে। ধানসী/উড়ি ঘাসের উপস্থিতি সংশ্লিষ্ট মাটিতে এ ধরনের বাগান সৃজনের উপযোগীতা নির্দেশ করে। এ ধরণের বাগান সৃজনে নার্সারি থেকে সংগৃহীত কেওরা ও বাইন নগ্ন মুলের চারা বা পলিব্যাগে উৎপাদিত চারা ব্যবহার করা হয় এবং ১.৫ মি. × ১.৫ মি. দূরত্বে প্রতি হেক্টরে ৪,৪৪৪ টি চারা প্রয়োজন হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছর যথাক্রমে ৪০%, ২০% এবং ১০% হারে শূণ্যস্থান পুরণসহ আগাছা পরিষ্কার করা হয়।

৭.৫.২ ম্যানগ্রোভ এনরিচমেন্ট বাগান (Mangrove Enrichment Plantation)

মানুষের নানাবিধ হস্তক্ষেপের কারণে আংশিক বিনষ্ট ম্যানগ্রোভ বাগানের মজুত বাড়ানোর জন্য প্রতি হেক্টরে ১,৫০০টি বাইন ও কেওড়া চারা রোপণ করা হবে। রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় এক ও দু'বছর বয়সী বাগানে তিন বার এবং তৃতীয় বছর দু'বার আগাছা পরিষ্কার করা হবে। দ্বিতীয় বছর শূণ্যস্থানও পূরণ করা হবে। তৃতীয় বছর কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ এবং পঞ্চম বছর লতা কাটা হবে।

৭.৫.৩ ঢিবি বাগান (Mound Plantation)

উপকূলীয় এলাকায় কিছু কিছু পুরাতন বাগান এলাকা এমন উঁচু হয়ে গেছে যেখানে জোয়ারের পানি সহজে পৌঁছায় না এবং মাটিও অনেকটা শক্ত হয়ে গেছে। ফলে এ সব এলাকা ম্যানগ্রোভ প্রজাতি রোপণের জন্য অনুপযুক্ত। তাই এ সব বাগান এলাকার বৃক্ষশূণ্য স্থানে মাটির ঢিবি তৈরি করে সেখানে নন-ম্যানগ্রোভ প্রজাতির চারা রোপণ করা হবে। ঢিবিগুলো এমন ভাবে তৈরি করা হবে যাতে এর নিচের অংশ উপরের অংশের চেয়ে কিছুটা প্রশস্ত হবে এবং পার্শ ঢালু হবে। সাধারনতঃ মাটির অবস্থাভেদে দুই ধরণের দূরত্বে চারা রোপণ করা হয়। তুলনামূলকভাবে শক্ত মাটিতে ২.৫মি. × ২.৫মি. এবং নরম মাটিতে ৩মি. × ৩মি. দূরত্ব ব্যবহার করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বছর তিন বার এবং তৃতীয় বছর দু'বার আগাছা পরিষ্কার করা হবে। দ্বিতীয় বৎসর ২০% শূণ্যস্থান পূরণ ও কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ এবং চতুর্থ বছর লতা কাটা হবে।

৭.৫.৪ গোলপাতা বনায়ন (Golpata plantation)

উপকূলীয় এলাকার চরভূমি বৃদ্ধি ও স্থায়ীত্ব লাভের পর সেখানে খালের সৃষ্টি হয়, ধীরে ধীরে মধ্যভাগ নিচু থালার মত রূপ নেয়। খালের ধারে এবং নিচু এলাকাগুলোতে লবনাক্ততা কম হওয়ায় এ জায়গাগুলো গোলপাতা জন্মানোর জন্য উপযোগী হয়ে উঠে। এক সময় প্রাকৃতিকভাবে এ সব এলাকায় গোলপাতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যদিও এটি অনেক সময় সাপেক্ষ। এ প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করে এ সব জায়গায় গোলপাতার বাগান সৃজন করা যায়। প্রায় সমতল ও মাঝখানে নিচু জায়গাগুলো এবং খালের পাড়ে সাধারনতঃ নার্সারি থেকে দুইমাস বয়সী গোলপাতার চারা সংগ্রহ করে রোপণ করা হয় যেন মূলের ক্ষতি নিম্নতম পর্যায়ে থাকে। সরল রৈখিকভাবে ২মি. দূরত্বে গোলপাতার চারা রোপণ করা হয়। সীডলিং কি.মি. হিসেবে প্রতি কিলোমিটারে ১০০০ টি চারা রোপণের জন্য আর্থিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

চিত্র ১৪: গোলপাতা বাগানের দৃশ্য

৭.৬ বন সম্প্রসারণ ও বন বহির্ভূত এলাকায় বৃক্ষরোপণ (Forest Extension and Tree Outside Forest)

সুফল প্রকল্পের আওতায় বেসরকারি খাত সম্পৃক্তকরণ, কাঠের বাজার সংক্রান্ত তথ্য প্রবাহ পদ্ধতির উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রভৃতি কার্যক্রমগুলো বনের বাইরে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে।

৭.৬.১ চারা বিতরণ (Seedling Distribution)

প্রকল্পের আওতায় বন এলাকার বাইরে রোপণের জন্য ৬.৩৫ মিলিয়ন চারা উৎপাদন ও বিতরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে তন্মধ্যে ২৫% চারা ব্যক্তিমালিকানাধীন নার্সারি থেকে সংগ্রহ করা হবে। এ সব চারার গুণগত মান এবং মূল্য পরিবীক্ষণ করে এবং ব্যক্তি খাতের সক্ষমতা ও সফলতার ভিত্তিতে প্রকল্পের মেয়াদের সাথে সাথে এ অনুপাত বাড়ানো হবে।

৭.৬.২ বীজের উৎস সনাক্তকরণ

উত্তম মানের বীজের উৎস হিসেবে মাতৃগাছ চিহ্নিত করার সাথে সাথে উন্নত বীজ প্রক্রিয়াকরণ, বীজ পরীক্ষা ও সংরক্ষণ এবং প্রত্যায়নের পদ্ধতি চালু করার জন্য কর্মসূচি নেয়া হবে। এটি বন বিভাগের কর্মচারীদের দ্বারা বাস্তবায়ন করা হবে যাতে উন্নত মানের, দ্রুত বর্ধনশীল রোপণ উপকরণ এবং জাত গুণাগুন, উৎপত্তি এবং অংকুরোদগম হার বিশিষ্ট প্রত্যায়িত বীজ প্রকল্পের সহায়তা প্রাপ্ত এসএফএনটিসি থেকে বেসরকারি খাতে ও কৃষকদের সরবরাহ করা যায়। অঙ্গজ বংশ বিস্তার পদ্ধতি যেমন টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করে উন্নত বংশগতি (genotype) সম্পন্ন প্রজাতির প্রসার ঘটানো হবে।

৭.৬.৩ নার্সারি কৌশল উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ সেবা

বন অধিদপ্তরের এসএফএনটিসিগুলো এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন নার্সারী ও ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের (সামাজিক বনায়ন চুক্তিনামার আওতায় খামারে ও সরকারি ভূমিতে) উন্নত নার্সারি কৌশল এবং সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা হবে। এই প্রকল্পের আওতায় বিএফআরআই প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। দেশের তিনটি অঞ্চলে- যশোর, গাজীপুর এবং চট্টগ্রামে প্রদর্শনী কেন্দ্র হিসাবে স্থাপিত সামজিক বনায়ন নার্সারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বন বিভাগ ও ব্যক্তিমালিকানাধীন নার্সারির মালিকদের চারা উৎপাদন প্রক্রিয়া উন্নয়নের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে টিস্যু কালচার পদ্ধতি চালু করা হবে এবং উচ্চ মূল্য সম্পন্ন প্রজাতির জাত উৎপত্তির প্রত্যায়িত বীজের বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানাধীন/সরকারি বন বহির্ভূত প্রান্তিক ভূমিতে রোপণের জন্য ৭.৫ লাখ উন্নত মানের চারা উৎপাদন করা হবে।

৭.৬.৪ স্ট্রিপ বাগান

সুফল প্রকল্পের আওতায় সামাজিক বনায়ন মডেল অনুসরণ করে রাস্তা, বাঁধ ও রেলপথের ধারে এবং নদী ও খালের পাড়ের খালি ও অব্যবহৃত জমিতে ৩,৪৬০ কি.মি. স্ট্রিপ বাগান সৃজন করা হবে। এ সব ভূমির অধিকাংশ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মালিকানাধীন। বিদ্যমান এ সব ভূমির প্রশস্থতার ভিত্তিতে ২মি. × ২মি. দূরত্বে সারিতে চারা রোপণ করা হবে। চারা রোপণ স্থানের উপযোগিতা এবং সুবিধাভোগীদের পছন্দের ভিত্তিতে প্রজাতি নির্বাচন করা হবে। বাঁধ বনায়নে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্দেশিকা অনুসরণ করা হবে। নদী ও খালের উভয় পাড়ে স্ট্রিপ বাগান সৃজন ও প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা চালানো হবে যাতে নদী বা খালের উভয় পাড়ে ১০০ থেকে ৫০০ মি. প্রশস্থ বৃক্ষ সারির বাফার জোন বা ইকোটোন তৈরি করা যায়। নদী ও খালের পাড় বরাবর ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে বনায়ন কৌশল ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা তৈরির বিষয়ে চেষ্টা করা হবে।

৭.৬.৫ মডেল উপজেলা

প্রকল্পের আওতায় দেশের জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকিগ্রস্ত (vulnerable)ও দারিদ্র পীড়িত অঞ্চল থেকে ৫টি উপজেলা নির্বাচন পূর্বক একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি প্রণয়ন করে স্থানীয় জনগণকে যে কোন ধরণের বনায়ন

কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উৎসাহ প্রদান করা হবে। এ বনায়ন কর্মসূচি সরকারি জমিতে বিক্ষিপ্তভাবে চারা রোপণ থেকে শুরু করে ব্লক বাগান সৃজন বা স্ট্রিপ বনায়ন হতে পারে। উপজেলার মধ্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে বনায়নের জন্য প্রণোদনা প্রদানসহ কৌশল নির্ধারণ এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। প্রজাতি নির্বাচন অগ্রাধিকার স্থানীয় প্রেক্ষাপটে নির্ধারিত হবে এবং গাছের মালিকানা জমির মালিকানার উপর নির্ভর করবে।

৭.৬.৬ বন বহির্ভূত এলাকায় মার্কেট ইন্টেলিজেন্স উন্নয়ন

দেশে কাঠ/ফলদ প্রজাতির চাহিদা ও সরবরাহ প্রবণতা এবং ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণের বিষয়ে প্রকল্পের আওতায় একটি জরীপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে যার উপর ভিত্তি করে বন বিভাগ বেসরকারি খাতের নার্সারি মালিকদের সাথে অবহিত করণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি কর্মসূচি গ্রহণ করবে এবং উচ্চ মূল্যের কাঠ প্রজাতির বাজার চাহিদার পদ্ধতিগত প্রতিক্রিয়ার জন্য পরিকল্পনা করবে। করাতকল এবং কাঠ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উপর একটি জরীপ পরিচালনা করে এ সেক্টরের বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করা হবে। প্রকল্পের তৃতীয় বছর নাগাদ বন বিভাগের নিকট দেশের নার্সারি ও কাঠ প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিটসমূহের বিস্তারিত ডেটাবেজ থাকবে যা কৃষকদের বৃক্ষ চাষের ভ্যাল্যু চেইন এ সহায়তা করবে।

৭.৭ বিকল্প আয়বর্ধক কর্মকান্ডকে কেন্দ্র করে পাহাড়ী বন ও সমতল ভূমির শাল বনে বাগান সৃজন

পাহাড়ী বন ও সমতল ভূমির শাল বনে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি এবং প্রতিবেশ পরিবেবা উন্নয়নের জন্য তাদেরকে সম্পৃক্ত করে কিছু অ-কাঠ প্রজাতির বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। এ সব কর্মসূচীগুলো হলঃ

৭.৭.১ বাঁশ বাগান সৃজন

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য উৎস হিসেবে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বাঁশের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। বাঁশ একটি সাশ্রয়ী মূল্যের কাঠের বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী যা অন্যান্য আরও বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। কাগজ এবং পাল্প শিল্পে বাঁশের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বাঁশের কিছু প্রজাতি বনাঞ্চলে, বিশেষতঃ পাহাড়ী বনের পাশাপাশি গ্রামেও ভাল জন্মায়। গ্রামের বেশীর ভাগ বাড়ীতে বাঁশ ঝাড় রয়েছে। দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের গ্রামে ব্যাপকভাবে বাঁশ চাষ করা হয়। ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও অতিরিক্ত আহরণের ফলে দেশের বাঁশ সম্পদ সংখ্যাগত ও গুণগতভাবে উদ্বেগজনক হারে হ্রাস পেয়েছে।

বাঁশ দ্রুত ফলন দেয়, তিন থেকে সাত বছরের মধ্যে একটি পুনরাবর্তক আয়ের উৎস হয়ে দাড়ায়। দেশের প্রায় সব জেলায় কমবেশী বাঁশ জন্মায়। এটি আর্দ্র এবং ভাল পানি নিষ্কাশিত মাটিতে যেখানে পানির স্তর ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি নয়, সে সব স্থানে ভাল জন্মায়। যেহেতু বাঁশে নিয়মিত ফুল হয় না, রোপণ সামগ্রী হিসেবে প্রধানতঃ বাঁশের রাইজোম ব্যবহার করা হয়। রাইজোম ওজনে ভারী তাই বেশী দূরত্বে পরিবহণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যয়বহুল। তবে এ পদ্ধতিটি অনেকের নিকট পছন্দনীয় কারণ এটি দ্রুত বর্ধনশীল এবং যথাশীঘ্র তৃতীয় বছরের শেষে এখান থেকে উৎপাদন শুরু হয়। দেশে কঞ্চিকলমের মাধ্যমে বাঁশের রোপণ উপকরন উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে যা এখন বাঁশ ঝাড় উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়াও টিস্যু কালচার পদ্ধতি ব্যবহার করে বাঁশের রোপণ উপকরন বাড়ানোর জন্য বিএফআরআই প্রোটোকল তৈরি করেছে।

পাহাড়ী বন এলাকায় অতি পরিচিত বাঁশের প্রজাতিসমূহ হচ্ছে- মুলি *(Melocanna baccifera)*, ওরা *(Dendrocalamus longispathus)*, পেচা *(Dendrocalamus hamiltonii)*, ডলু *(Schizostachyum*

dullooa), বাইজ্জা *(Bambusa vulgaris)*, বোরাক *(Bambusa balcooa)*, ভুদুম *(Dendrocalamus giganteus)*। সমতল ভূমির জন্য সুপারিশকৃত প্রজাতিগুলো- বাইজ্জা *(Bambusa vulgaris)*, বোরাক *(Bambusa balcooa)*, মাকলা *(Bambusa nutans)*, ব্রান্ডিসী *(Dendrocalamus brandisii)*, তল্লা *(Bambusalongispaculata)*, মিতিংগা *(Bambusa tulda)*, ভুদুম *(Dendrocalamus giganteus)*। উপকূলীয় অঞ্চলে সচরাচর বাইজ্জা ও বোরাক এ দুই প্রজাতি লক্ষ্য করা যায়।

চিত্র ১৫: বাঁশ নির্ভর কুটির শিল্প

সুফল প্রকল্পের আওতায় রাইজোম এবং কঞ্চিকলম উভয় পদ্ধতিতে বাঁশ বাগান সৃজন করা হবে। প্রতি বৎসর বয়স্ক বাঁশ ঝাড় থেকে পরিপক্ক বাঁশ আহরণ করতে হয় যাতে বাঁশ ঝাড়ে বিভিন্ন বয়সী নতুন বাঁশ জন্মাতে ও বাড়তে পারে। বাগান সৃজনের প্রথম বছর গো-চারণ থেকে বাঁশ বাগান রক্ষা করতে হবে।

৭.৭.২ মূর্তা বাগান (আন্ডার প্ল্যান্টিং)

পাহাড়ী বন ও সমতল ভূমির শাল বনে মূর্তা *(Schumannianthus dichotoma)* জন্মায়। এ ছাড়া সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, ফেনী ও চট্টগ্রাম জেলার জলাভূমি এলাকায়ও এটি জন্মায়। এটার চকচকে সবুজ কান্ড প্রায় তিন থেকে পাঁচ মিটার লম্বা এবং প্রায় ১৫ মি.মি. থেকে ২০ মি.মি. পর্যন্ত কলার ব্যাস বিশিষ্ট হয়ে থাকে। কান্ড থেকে প্রাপ্ত পাতলা বাকল/আবরণটি দিয়ে ম্যাট বা পাটি তৈরি করা হয়। প্রাকৃতিক উপকরণ থেকে তৈরি এই ম্যাট স্থানীয়ভাবে 'শীতল পাটি' নামে পরিচিত এবং দেশে বিদেশে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। স্থানীয় জনগণের জীবিকা উন্নয়নের জন্য মূর্তা চাষ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

মূর্তা আহরণোপযোগী হতে দুই-তিন বৎসর সময় লাগে। যে স্থানে বৎসরের দীর্ঘ সময় পানি জমা থাকে, বিশেষ করে বছরের নয় মাস এক ফুট পানি থাকে, সে স্থান মূর্তা বাগানের জন্য উপযুক্ত। যে সব প্রান্তিক ভূমিতে ধান চাষ হয় না সে সব জমিতে মূর্তা বাগান সৃজন করা হয়। মূর্তা চাষের জন্য দোঁয়াশ মাটি উত্তম। যেহেতু মূর্তা চাষে আংশিক সূর্যের আলো প্রয়োজন হয় সে জন্য বিক্ষিপ্তভাবে কম ছায়া প্রদানকারী মান্দার *(Erythrina indica)* গাছের নীচে মূর্তা রোপণ করা যেতে পারে। তবে এই ধরনের গাছ না থাকলে এক বছর আগে মান্দারের কাটিং

রোপণ করা হয়। রোপণ উপকরণ হিসেবে রাইজোম বা মূলসহ শাখা ব্যবহার করা হয়। যদিও বীজ থেকে বংশ বিস্তার সম্ভব, তথাপি রাইজোম বা মূলসহ শাখা ভাল ফলন দেয়। বাগান সৃজনের জন্য ১.৫মি. × ১.৫মি দূরত্বে প্রতি হেক্টরে ৪,৪৪৪টি রাইজোম প্রয়োজন হয়। প্রথম বছর তিনবার এবং দ্বিতীয় বছর দু'বার আগাছা পরিষ্কার করা হয়। বছর শেষে ১০% থেকে ২০% পর্যন্ত শূণ্যস্থান পূরণ করা হয়।

৭.৭.৩ বেত বাগান সৃজন (আন্ডারপ্ল্যান্টিং)

পাহাড়ী বন ও সমতল ভূমির শাল বনে আন্ডারপ্ল্যান্টিং হিসেবে বেত বাগান সৃজন করা হবে। বেত বনে উৎপাদিত একটি মূল্যবান অপ্রধান বনজদ্রব্য এবং লতা জাতীয় আরোহী উদ্ভিদ, অন্য গাছে আরোহণ করে বৃদ্ধি পায়। স্থানীয়ভাবে বেত 'রতন' নামে পরিচিত এবং স্থানীয়ভাবে এবং বিশ্বব্যাপী রতনের চাহিদা রয়েছে। এটা আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেতের তৈরি পণ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয়ভাবে বেতের পণ্যের স্থায়ী বাজার গড়ে উঠেছে, যার ফলে এর আহরণের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে সাত প্রজাতির বেত জন্মায়। এটি বনাঞ্চল ছাড়াও গ্রামীণ এলাকায় ছায়াযুক্ত স্থানে গাছের নিচে ভাল জন্মায়। বেতের প্রজাতিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গোল্লা বেত *(Demonorus jenkinsiana)*, জালি বেত *(Calamus tenuis)*, কেসক *(Calamus viminnalis)*, বড় বেত ইত্যাদি। এ সব প্রজাতি অল্প ঢালু এলাকা ও বালি মাটিতে ভাল জন্মায়। বড় বেত শুষ্ক ও ক্ষয়প্রাপ্ত পাহাড়ী বনে ভাল জন্মায় এবং জালি বেত আদ্র এলাকা ও খালের পাড়ের জন্য উপযুক্ত। নার্সারিতে পলিব্যাগে উত্তোলিত চারা ৩ মি. x ৩ মি. দূরত্বে প্রতি হেক্টরে ১০০০টি চারা রোপণ করা হয়। যেহেতু আরোহণের জন্য অন্য গাছের সাহায্য নিতে হয়, তাই চারার দূরত্ব এখানে সবসময় অনুসরণ করার দরকার হয় না। বাগান সৃজনের পর প্রথম তিন বছর দু'বার করে আগাছা পরিষ্কার করা হয় এবং চতুর্থ বছরে লতা কাটা হয়। তা ছাড়া দ্বিতীয় বছর ২০% শূণ্যস্থান পূরণ করা হয়।

৭.৭.৪ ঔষধি বাগান (আন্ডারপ্ল্যান্টিং)

বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জন্য ঔষধি বাগান আর একটি আয় ও কর্মসংস্থানের মাধ্যম। তাই প্রকল্পের আওতায় পাহাড়ী বন ও সমতল ভূমির শাল বনে আন্ডারপ্ল্যান্টিং হিসেবে ঔষধি উদ্ভিদের বাগান সৃজন করা হবে। বাংলাদেশের বনাঞ্চলে অনেক ঔষধি লতা-গুল্ম জন্মায়, যার মধ্যে অনেক ঔষধি গুণাগুন রয়েছে। এ সব লতা-গুল্ম প্রথাগত, ইউনানী, হেকিমী, আয়ুর্বেদিক এবং কবিরাজি ঔষধের পাশাপাশি প্রসাধনী শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অধিকন্তু বিভিন্ন এ্যালোপ্যাথিক ঔষধের উপাদান হিসাবেও এগুলো ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের পাহাড়ী বন ও সমতল ভূমির শাল বন প্রাকৃতিকভাবে ঔষধি উদ্ভিদের সমারোহে সমৃদ্ধ। এগুলোর আর্থিক মূল্যের প্রকৃত পরিসংখ্যান না থাকলেও বাংলাদেশে হাজার কোটি টাকার বাজার রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় শুধুমাত্র শাল বনে ১২৪ প্রজাতির ঔষধি গাছ পালা রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় সমতল ভূমির শাল বনের উপযুক্ত স্থানে গুরুত্বপূর্ণ প্রজাতির ঔষধি গাছের আন্ডাপ্ল্যান্টিং বাগান সৃজনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। যেহেতু উদ্যোগটি বন বিভাগের জন্য নুতন, তাই বিভিন্ন প্রজাতির ঔষধি উদ্ভিদের বাণিজ্যিক চাহিদা নিরুপণের জন্য একটি জরীপের প্রয়োজন রয়েছে। এর ভিত্তিতে বাজারের চাহিদা ভিত্তিক বাগান সৃজনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এবং প্রয়োজন অনুসারে নার্সারিতে চারা উত্তোলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দেশে উচ্চ চাহিদা সম্পন্ন ঔষধি উদ্ভিদের প্রজাতিগুলো হল- বাশক, বক ফুল, কালমেঘ, শতমূলী, লেমন ঘাস, আকন্দ, কাল ধুতরা, ধুতরা, গোলাপ জাম, ঘৃত কুমারী, লজ্জাবতী, মেহেদী, মহাভৃঙ্গরাজ, শিয়াল কাটা, সর্পগন্ধা, তুলসী এবং উলট কম্বল ইত্যাদি।

ঔষধি উদ্ভিদের বাগান সৃজনের জন্য কোন নির্ধারিত দূরত্ব অনুসরণ করা হয় না বরং প্রজাতি অনুসারে চারার দূরত্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে। বাগান সৃজনোত্তর প্রথম দু'বছর প্রয়োজন অনুসারে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং প্রয়োজনে তৃতীয় বছর আরও একবার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।

৭.৮ ব্যক্তিমালিকানাধীন নার্সারী মালিকদের চারা উত্তোলন এবং টিস্যু কালচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

প্রকল্পের আওতায় ২০০০ ব্যক্তিমালিকানাধীন নার্সারি মালিকদের কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে যাতে তারা আধুনিক নার্সারি কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন এবং উন্নত মানসম্পন্ন চারা উত্তোলন করতে পারেন। একই সাথে টিস্যু কালচার এবং অঙ্গজ বংশ বিস্তারের আধুনিক কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। ১০০০ করাতকল পরিচালককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে যাতে তারা আরও দক্ষতার সাথে করাতকল পরিচালনা করতে পারেন এবং কাঠ চিড়াইয়ের সময় কাঠের অপচয় হ্রাস পায়।

Office of the Project Director
SUFAL Project, Ban Bhaban, Agargaon
Dhaka-1207